كَنْزُالوَظَائِف

কানযুল ওজায়েফ

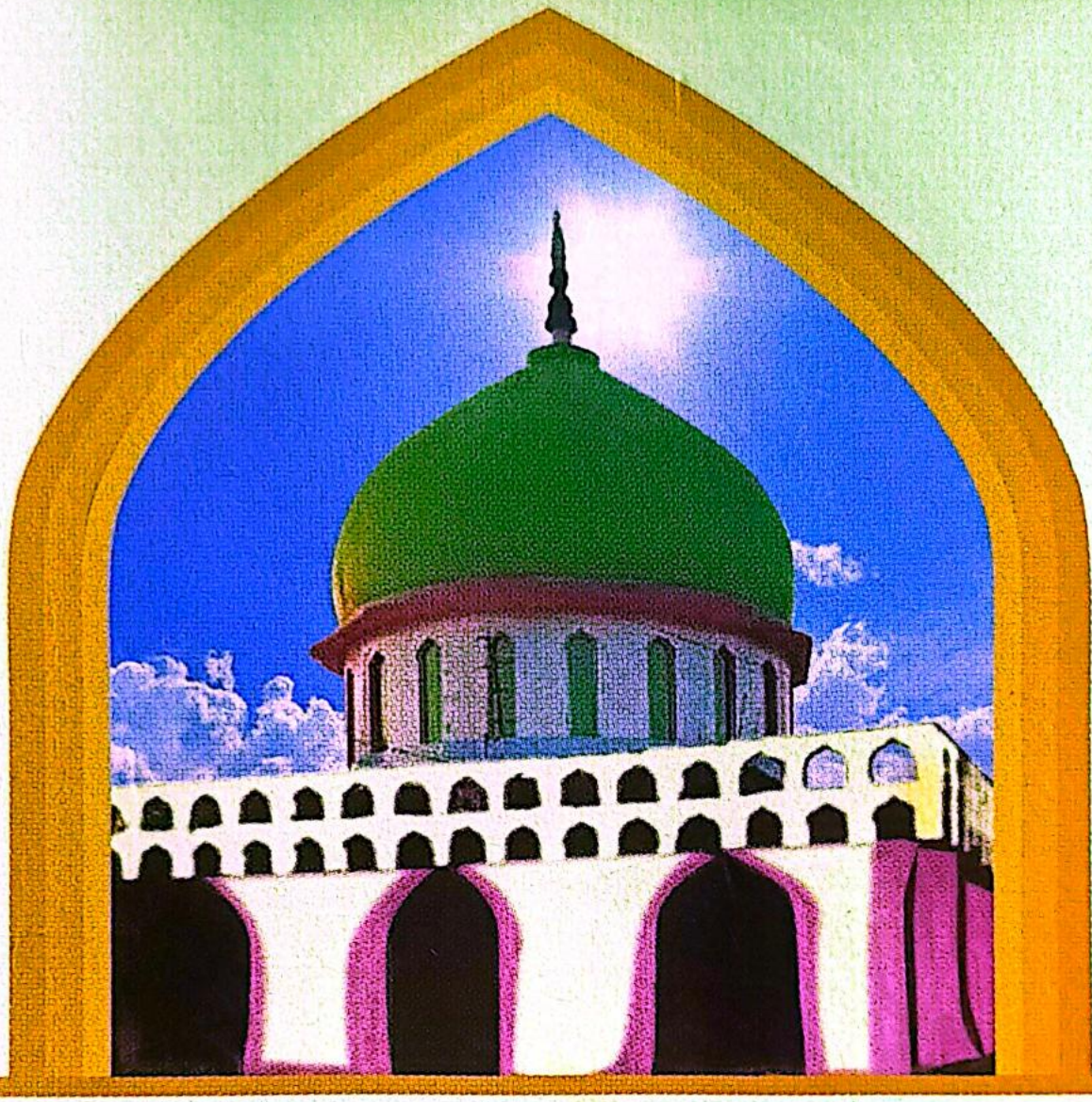

মুর্শিদে বরহক আল্লামা সৈয়দ
বাহাদুর শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্-আবেদী

CamScanner

প্রকাশনায় :
আল্লামা সৈয়দ আবেদ শাহ্
মোজাদ্দেদী (রাঃ) ফাউন্ডেশন

প্রচারনায়ঃ
বাংলাদেশ হিজবুর রাসূল (দঃ)

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৪০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :
* **ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ,**
হাজীগঞ্জ, চাদপুর।
* **আবেদীয়া মোজাদ্দেদীয়া খানকা**
শরীফ ৯ বঙ্গবন্ধু রোড, নারায়ণগঞ্জ।

উৎসর্গ

আওলাদে রাসূল (দঃ), ইমামে রাব্বানী, গাউছে জামান, কুতুবে জামান, মোজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, শায়খুল হাদিছ, হযরতুল আল্লামা আবুনসর **সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল-মাদানী** (রাঃ) স্মরণে।

CamScanner

ভূমিকা

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ রহমতে ও রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রহমতের দৃষ্টিতে এবং মুর্শিদ কিবলা ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-এর দোয়ায়, বায়া'তে রাসূল (দঃ) ও আশেকানে মোস্তফা (দঃ) গণের জন্য একখানা সংক্ষিপ্ত অজিফার বই লিখতে পেরে আজ আমি আনন্দিত। এই অজিফাগুলো আমল করা প্রত্যেক বায়া'তে রাসূল (দঃ) গণের উপর একান্ত কর্তব্য। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (দঃ) এবং মুর্শিদকে পেতে হলে অবশ্যই অধ্যাত্মিক সাধনা করতে হবে, যার মধ্যে ইহ জগত ও পরজগতে সর্বময় শান্তি ও মুক্তি পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ সকলকে এই অজিফাগুলো আমল করার তাওফিক দান করুন।- আমিন।

সূচীপত্র

১) দুরূদে তাজ ৭
২) দুরূদে তুনাজ্জিনা ১২
৩) দুরূদে ফুতুহাত ১৪
৪) দুরূদে নারীয়াহ ১৬
৫) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর অজিফা .. ১৮
৬) ছয় লতিফার পরিচয় ২৩
৭) ছয় লতিফায় জিকির করার নিয়ম .. ২৫
৮) তরিকতের কোর্স অনুযায়ী জিকির ও মোরাকাবা করিবার নিয়ম ২৮
৯) খতমে খাজেগান ৩৯
১০) খতমে গাউছিয়া ৪৩
১১) কাছিদায়ে গাউছিয়া শরীফ ৪৮
১২) শাজরায়ে ত্বরিকায়ে নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া ৫৫
১৩) শাজরায়ে ত্বরিকায়ে কাদেরিয়া রেজভীয়া.....৬৪
১৪) মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী-১ (রাঃ) .. ৭৪
১৫) মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী-২ (রাঃ).. ৭৬
১৬) ছালাতুল আওয়াবীন ৭৭
১৭) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নিয়ম ৭৮

CamScanner

১৮) ইশরাকের নামাজ ৭৯
১৯) চাশতের নামাজ ৮০
২০) ছালাতুল হাজাত ৮১
২১) ইস্তেখারার নামাজ ৮২
২২) ছালাতুত তাসবীহ নামাজ ৮৪
২৩) কাদেরিয়া তরীকার অজিফা ৮৭
২৪) যিকির ও মোরাকাবার ফযীলত ৮৮
২৫) কাদেরীয়া ত্বরীকার মোরাকাবার নিয়ম ৯০
২৬) এক যরবী যিকির ৯১
২৭) দুই যরবী যিকির ৯২
২৮) তিন যরবী যিকির ৯৩
২৯) চার যরবী যিকির ৯৪
৩০) নফী ইসবাতের যিকির ৯৫
৩১) পাস্ আনফাস্ যিকির ৯৮
৩২) কাদেরিয়া ত্বরীকার যিকিরে খফী ১০০
৩৩) মোরাকাবা ১০৩
৩৪) আল্লাহ্র উপস্থিতির মোরাকাবা ১০৪
৩৫) কুরআনী মোরাকাবা ১০৬
৩৬) ফানা ফিল্লাহ্র মোরাকাবা ১০৮
৩৭) পীর মুর্শিদের আদব ১১২
৩৮) মুর্শিদ কিবলার বংশ পরিচয় ১২০
৩৯) যে দিবসগুলো পালনীয় ১২৭

দুরূদে তাজ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ছাহিবিত্ তাজি ওয়াল্-মি'রাজি ওয়াল-বুরাকি ওয়াল-আলাম্; দাফিইল্-বালাই ওয়াল্ ওয়াবা-ই ওয়াল্-কাহতি ওয়াল-মারাদ্বি ওয়াল্-আলাম। ইসমুহু মাক্তুবুম্ মারফুউম মাশফূউন মানকূশুন ফিল্-লাওহি ওয়াল্-কালাম্; সায়্যিদিল-আরাবি ওয়াল্-আযাম; জিসমুহু মুকাদ্দাসুম মুআত্ত্বারুম মুত্বাহ্হারুম মুনাও্-ওয়ারুন ফিল-বাইতি ওয়াল্ হারাম; শামসিদ্বদ্বুহা বাদ্‌রি-দুজা ছাদরিল-উলা নূরিল-হুদা কাহফিল ওয়ারা মিছবাহিয্-যুলাম; জামীলিশ-শিয়ামি শাফীইল-উমামি ছাহিবিল-জুদি ওয়াল কারাম, ওয়াল্লাহু আছিমুহু ওয়া জিব্‌রীলু খাদিমুহূ ওয়াল-

বুরাকু মারকাবুহু ওয়াল-মি'রাজু সাফারুহু ওয়া সিদ্‌রাতুল-মুন্‌তাহা মাকামুহু ওয়া কাবা কাওসাইনি মাত্বলুবুহু; ওয়াল-মাত্বলুবু মাক্বছূদুহু ওয়াল- মাক্বছূদু মাওজূদুহ। সায়্যিদিল মুরসালীনা খাতামিন্‌-নাবিয়্যীনা শাফীউল্‌-মুযনাবীনা; আনীসিল-গারীবীনা রাহ্‌মাতাল লিল্‌ আলামীন; রাহাতিল-আশিকীনা মুরাদিল-মুশতাকীনা শামসিল আরেফীনা সিরাজিস্‌-সালিকীনা মিছবাহিল-মুকার্‌ রাবীনামুহিব্বিল-ফুকরা-ই ওয়াল-মাসাকীন; সায়্যিদিস্‌-সাক্বালাইনি নাবিয়্যিল-হারামাইনি ইমামিল-কিব্‌লাতাইনি ওয়াসীলাতিনা ফিদ্‌-দারাইনি ছাহিবি কাবা কাওসায়নি মাহ্‌বুবি রাব্বিল মাশরিকয়নি ওয়াল-মাগরিবায়নি জাদ্দিল-হাসাইনি ওয়াল হুসাইনি মাওলানা ওয়া

মাওলাস্‌-সাকালাইনি আবিল-কাসিমি মুহাম্মাদিব্‌নি আবদুল্লাহি নূরিম্‌ মিন নূরিল্লাহ; ইয়া আয়্যুহাল-মুশতাকুনা বিনুরি জামালিহী ছাল্লু আ'লাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَولٰنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالعَلَمِ ـ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالوَبَاءِ وَالقَحطِ وَالْمَرَ اضِ وَلَالَمِ ـ اِسمُهُ مَكتُوبٌ مَّرفُوعٌ مَّشفُوعٌ مَّنقُوشٌ فِى اللَّوحِ وَالقَلَمِ ـ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالعَظَمِ ـ جِسمُهُ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌفِى البَيتِ وَالحَرَمِ ـ شَمسِ الضُّحٰى بَدرِ الدُّجٰى صَدرِ العُلٰى نُورِ الهُدٰى كَهفِ الوَرٰى مِصبَحِ الظُّلَمِ ـ

جَمِيلِ الشِّيَم شَفِيعِ الاُمَم صَاحِبِ الجودِ وَالكَرَم ـ وَاللهُ عَصِمُه وَجِبرِيلُ خَادِمُه وَالبُرَاقُ مَركَبُهٗ وَالمِعرَجُ سَفَرُه وَسِدرَةُ المُنتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قوسَينِ مَطلُوبُهٗ ـ وَالمَطلوب مَقصُودُهٗ وَالمَقصُودُ مَوجُدُه ـ سَيِّدِالمُرسَلِينَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ شَافِيعُ المُذنَبِينَ ـ اَنِيسِ الغَرِيبِينَ رَحمَةَلِلعٰلَمِينَ ـ رَاحَةِ العَشِقِينَ مُرَادِ المُشتَاقِينَ ـ شَمسِ العَارِفِينَ سِرَاجِ السَّا لِكِينَ مِصبَاحِ المُقَرَّ بِينَ ـ مُحِبِّ الفُقَرَ اءِوَالمَسَا كِينَ ـ سَيِّدِ الثَّقَلَينِ نَبِيِّ الحَرَمَينِ اِمَامِ القِبلَتَينِ ـ وَاسِيلَتِنَافِى الدَّارَينِ ـ صَاحِبِ قَابَ قَوسَينِ مَحبُوبِ

رَبِّ المَشرِقَينِ وَالمَغرِبَينِ ـ جَدِّ الحَسَنِ وَالحُسَينِ ـ مَولٰنَا وَمَولَى الثَّقَلَينِ اَبِى القَاسِمِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدُ اللّٰهِ ـ نُورِمِّن نُورِ اللّٰهِ ـ يَاَاَيُّهَا المُشتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهٖ صَلواعليهِ ـ وَ سَلِمُوا تَسلِيمًا ـ

এই দুরূদের মর্যাদা ও মহত্ব অনেক বেশী। এই দুরূদ শরীফ প্রত্যহ ফজরের নামাজের পর সাতবার করে পড়লে আশাতীত প্রচুর রিজিক পাওয়া যাবে। ফজরের নামাযের পরে সাত বার, আসরের নামাযের পরে তিন বার ও এশার নামাযের পরে তিন বার এই দুরূদে শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্‌র দরবারে যে কোন প্রার্থনা করলে তিনি তা কবুল করবেন।

দুরূদে তুনাজ্জিনা

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া আলা আলি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ছালাতান্ তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীইল্-আহ্ওয়ালি ওয়াল আফাতি ওয়া তাক্‌দী লানা বিহা জামীইল্ হাজাত। ওয়াতুত্বাহ্ হিরুনা বিহা মিন জামীইস-সায়্যিআত। ওয়া তার্‌ফাউনা বিহা ইন্‌দাকা আ'লাদ্-দারাজাত। ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্‌ছাল-গায়াতি ফী জামীইল্ খায়্‌রাতি ফিল্-হায়াতি ওয়া বা'দাল্ মামাত। ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়ইন্ কাদীর। বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُ نَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ فِىْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

কঠিন বালা মসিবত হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই দুরূদ শরীফ পড়া হয় বলে ইহাকে তুনাজ্জিনা বলা হয়।

দুরূদে ফুতুহাত

আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন বি'আদাদি আনওয়াই'র-রিয্‌কিওয়াল ফুত্‌হাতি ইয়া বাসিতুল্লাযী ইয়াব্‌ সুতুর-রিযকা লিমাঁইয়্যাশাউ বিগাইরিহিসাব। উব্‌সুত আলাইনা রিয্‌কা ওয়াসিয়াম্‌ মিন কুল্লি জিহাতিন্‌ মিন্‌ খাযায়িনি গাইবিকা বিগাইরি মান্নাতি মাখ্‌লুকিন্‌ বিমাহ্‌দি ফাদ্‌লিকা ওয়া কারামিকা বিগাইরি হিসাব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَنواعِ الرِّزقِ وَالفُتُو حَاتِ يَا بَاسِطُ الَّذِى يَبسُط الرِّزقَ لِمَن

يَّشَاءُ بِغَيرِ حِسَابٍ ـ اُبسُط عَلَينَ رِزقًا وَاسِعًا مِّن كُلِّ جِهَةٍمِّن خَزَائِنِ غَيبِكَ بِغَيرِ مَنَّةِ مَخلُوقٍ بِمَحضِ فَضلِكَ وَكَرَمِكَ بِغَيرِ حِسَابٍ ـ

ফযীলত: এই দুরূদ শরীফকে দুরূদে ফুতুহাত বলার কারণ এই যে, ইহার দ্বারা মানুষের বিভিন্ন রকম উন্নতি লাভ হয়। 'ফুতুহাত' শব্দের অর্থ হইল, একাধিক জয় উন্নতি সমূহ, কল্যাণাদী ইত্যাদি।

ইহা নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ পাঠ করলে সাংসারিক জীবনে বিশেষ উন্নতি ঘটে। প্রত্যহ এই দুরূদ একুশ বার করে একাধারে সাতদিন পাঠ করলে রুজী রোজগারে অভাবনীয় রূপে বরকত হতে থাকবে।

CamScanner

দুরূদে নারীয়াহ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি ছালাতান কা'মিলাতান, ওয়াসাল্লিম সালামান তাম্মান আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাজী তানহাল্লু বিহিল-উ'ক্বাদু ওয়া তানফারিজু বিহিল-কুরাবু ওয়া তুক্‌দাবিহিল্-হাওয়া-ইজু ওয়া তুনালু বিহির-রাগাইবু ওয়া হুস্‌নুল-খাওয়াতিমি ওয়া ইউস্‌তাস্‌কাল-গামামু বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া আলা আলিহী ওয়া ছাহ্‌বিহী ফী কুল্লি লাম্‌হাতীন ওয়া নাফাসীন বিআদাদি কুল্লি মা'লু মিল্লাক।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِى تَنْحَلُّ

بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْجَوَاتِمِ وَتُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفْسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ ـ

ফযীলত: এই দুরূদ কাজায়ে হাজাত, দফে বালিয়াত, শেফায়ে আম্‌রাজ, মসিবত ও অভাব দূরিকরণ, রিযিক বৃদ্ধি, দোয়া কবুল ও সকল সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষিত। ইহার খতম-৪৪৪৪ বার; যা যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য খুবই পরীক্ষিত।

CamScanner

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর অজিফা

তরিকতের দুরূদ শরীফ: "আল্লাহুমা সাল্লি ছালাতান কামিলাতান ও সালামান তা'ম্মান আলা সাইয়্যিদিনা ও নাবীয়্যিনা ওয়া মুরশিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী দায়িমান আবাদান ফি কুল্লী লাম হাতিন ও নাফাসিন বেআদাদি কুল্লী মা'লু মিল্লাক।"

অজিফা-১

ফজরের নামাজ আদায় করে এগার বার দুরূদ শরীফ পড়বেন। তারপর ইস্তিগফার এগারবার পড়বেন। তারপর ইস্তিগফার এগারবার পড়বেন- "আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি জামবেউ ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

তারপর লতিফায়ে ক্বাল্‌বের দিকে খেয়াল করে কিজির করবেন- "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (লতিফায়ে ক্লালবের জায়গা হল বাম দিকের স্তনের দুই ইঞ্চি নীচে) এ জিকির সূর্য উঠা পর্যন্ত করবেন। জিকিরের সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য বা মকসুদ নেই। জিকিরের শেষে সম্পূর্ণ কলেমা তিনবার পড়ে তারপর উপরোক্ত দুরূদ শরীফ তিনবার পড়বেন এরপর তরীকতের শাজরা শরীফ একবার তেলাওয়াত করে মুনাজাত করবেন।

তারপর ইশ্‌রাক্ নামাজ চার রাকাত পড়বেন, দুই দুই রাকাত করে। প্রত্যেক রাকাতে 'সূরা ফাতিহা'-র পর তিনবার 'সূরা ইখলাস ' পড়ে মোট চার রাকাত নামাজ আদায় করবেন।

CamScanner

অজিফা-২

সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখবেন। নিঃশ্বাস যখন বাইরে আসে 'আল্লাহ্' স্মরণ করবেন। নিঃশ্বাস যখন ভেতরে নেন তখন 'আল্লাহ্' স্মরণ করবেন। এ জিকিরকে ত্বরীকায়ে নক্সবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়ায় বলা হয় 'জিকিরে ইয়াদ্ দাসত্'। এ জিকির ত্বরীকতের মাকাম হাসিলের জন্য খুবই জরুরী। তাই জিকির যাতে সব সময় জারী থাকে তার জন্য সব সময় চেষ্টা করবেন।

অজিফা-৩

জোহরের নামাজের পর পড়বেন "লা-ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজ্ জোয়ালেমীন" একশত হতে পাঁচশত বার। প্রত্যেক অজিফা পড়ার

আগে ও পরে কমপক্ষে তিনবার উপরোক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

অজিফা-৪

আছরের নামাজের পর পড়বেন-
"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল"
একশত হতে পাঁচশত বার।

অজিফা-৫

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাত নামাজ আদায়ের পর ছয় রাকাত অথবা বার রাকাত আওয়াবীন নামাজ আদায় করবেন। প্রত্যেক রাকাতে 'সূরা ফাতিহার' পর 'সূরা ইখ্‌লাস' কমপক্ষে তিনবার পড়বেন। দুই দুই রাকাতের নিয়ত করে এরূপে ছয় অথবা বার রাকাত আওয়াবীন নামাজ

CamScanner

আদায় করবেন। তারপর 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কইয়্যুমু বি-রাহ্‌মাতিকা আসতাগিছু' একশত থেকে পাঁচশত বার পড়বেন।

অজিফা-৬

এশার নামাজের পর- "ইয়া খাফিয়াল লুৎফে আদরিক্‌নী বিলুৎফেকাল খাফি" একশত থেকে পাঁচশত বার পড়বেন। একশত বার দুরূদ শরীফ ও একশত বার ইস্তিগফার পড়বেন।

অজিফা-৭

বৃহস্পতিবার দিগবাগত রাত্রে এশার পর অথবা সপ্তাহে যে কোন একদিন নিজ নিজ এলাকায় বায়ে'তে রাসূল (দঃ) ভুক্ত সকলে মিলে খানকা শরীফে অথবা মস্‌জিদে বসে

ছয় লতিফার দিকে লক্ষ্য করে নফি ইস্‌বাতের জিকির ও ইস্‌মে জাতের জিকির করবেন কমপক্ষে দুইশত বার। জিকির করার পূর্বে সকলে মিলে খত্‌মে খাজেগান অবশ্যই পড়ে নিবেন।

ছয় লতিফার পরিচয়

প্রথম: লতিফায়ে ক্বাল্‌ব- এটা বাম দিকের স্তনের দুই ইঞ্চি নীচে। জিকিরের মাধ্যমে এর মধ্যে নূর আসবে হযরত আদম (আঃ)- এর উসিলায় আরশে আজীমের উপর হতে, সে নূরের রং হলুদ।

দ্বিতীয়: লতিফায়ে রূহ্‌- এটা ডান স্তনের দুই ইঞ্চি নীচে। জিকিরের মাধ্যমে এর মধ্যে নূর আসবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-

এর উসিলায় আরশে আজীমের উপর হতে, সে নূরের রং লাল।

তৃতীয়: লতিফয়ে সির- এটা বাম স্তনের দুই ইঞ্চি উপরে। জিকিরের মাধ্যমে এর মধ্যে নূর আসবে হযরত মুসা (আঃ)- এর উসিলায় আরশে আজীমের উপর হতে। এর রং সাদা।

চতুর্থ: লতিফায়ে খফি- এটা ডান স্তনের দুই ইঞ্চি উপরে অবস্থিত। জিকিরের মাধ্যমে এতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উসিলায় নূর আসবে। এর রং কালো।

পঞ্চম: লতিফায়ে আখ্‌মে– এর স্থানে বুকের মাধ্যখানে। জিকিরের মাধ্যমে হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর উসিলায় এর মধ্যে নূর আসবে আরশে আজিমের উপর হতে। সে

নূরের রং সবুজ।

ষষ্ঠ: লতিফায়ে নফস- এর স্থানে কপালের মধ্যখানে। এ নূরের রং উপরোক্ত পাঁচটি নূরের সাথে মিশ্রিত; এর নিজস্ব কোন রং নেই। লতিফায়ে নফ্‌সের দ্বারা আল্লাহ্‌র জিকির করে নফ্‌সে আম্মারাটা নফ্‌সে মুত্‌মাইন্না হয়। মুত্‌মাইন্নার অর্থ হল- আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ)-এর তাবেদার হওয়া।

ছয় লতিফায় জিকির করার নিয়ম

প্রথমে নফি ইসবাতের জিকির: জিকির করার পূর্বে দুরূদ শরীফ তিনবার এবং ইস্তিগফার তিনবার পড়ে তারপর লতিফায়ে ক্বাল্‌বের দিকে লক্ষ্য করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলার পরে আবার "লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ্” বলে লতিফায়ে রূহের দিকে লক্ষ্য করে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। তারপর নতুন নিঃশ্বাস নিয়ে চার লতিফার দিকে লক্ষ করে এক নিঃশ্বাসে জিকির করবেন, প্রত্যেক লতিফার দিকে লক্ষ্য করে বলবেন ‘ইল্লাল্লাহু’ । প্রথমে লতিফায়ে সিরের দিকে লক্ষ্য করে ‘ইল্লাল্লাহু’ জিকির আরম্ভ করে লতিফায়ে খফির দিকে লক্ষ্য করে বলবেন ‘ইল্লাল্লাহু’। তারপর লতিফায়ে আখফার দিকে লক্ষ্য করে বলবেন ‘ইল্লাল্লাহু’। তারপর লতিফায়ে নফ্‌সের দিকে লক্ষ্য করে ‘ইল্লাল্লাহ্’ বলে নিঃশ্বাস ফেলবেন।

এরূপ কমপক্ষে দু’শত বার জিকির করার পর পুরো কলেমা তিনবার পড়বেন।

অর্থাৎ - “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।”

এরপর ইসমে জাতের জিকির: ইসমে জাতের জিকির করবেন উক্ত ছয়লতিফার দিকে লক্ষ্য করে, এক নিঃশ্বাসে অর্থাৎ- লতিফায়ে ক্বালবের দিকে লক্ষ্য করে প্রথমে ‘আল্লাহু’ জিকির আরম্ভ করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে লতিফায়ে রূহ, লতিফায়ে সির, লতিফায়ে খফি, লতিফায়ে আখফা এবং সর্বশেষ লতিফায়ে নফ্‌সের দিকে লক্ষ্য করে জিকিরের নিঃশ্বাস ফেলবেন ‘আল্লাহ্’ বলে। এ জিকিরও কমপক্ষে দুইশত বার করবেন। এরপর সকলে তিনবার বলবেন- “আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।” অবশেষে সকলে দাঁড়িয়ে নামাজের মত হাত বেঁধে নবী পাক (দঃ)-এর প্রতি ছালাত ও সালাম প্রেরণ করবেন। মিলাদ শরীফ শেষ করে ত্বরীকতের শাজ্‌রা শরীফ একবার তেলাওয়াত করে মুনাজাত করবেন।

CamScanner

তরিকতের কোর্স অনুযায়ী যিকির ও মোরাকাবা করিবার নিয়ম

বেলায়েতে সুগরা হাসিলের জন্য তরীকতের ছবক: বেলায়েতে সুগরা অর্থাৎ-আউলিয়া কেরামের বেলায়াত। বেলায়েত সুগরা পর্যন্ত সুলুক বা পথ হাসিল করতে পারলে আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে যায়। তরীকার বিশেষ শিক্ষা হল এক একটি লতিফা ধারাবাহিক ভাবে জিকির করতে হবে।

প্রথমত: লতিফায়ে ক্বাল্‌বে নফী-এসবাতের জিকির অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" প্রত্যেক দিন পাঁচ হাজার বার পড়তে হবে। প্রত্যেক বারই এ খেয়াল করবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মাকসুদ নেই। ইস্‌মে জাতের জিকির অর্থাৎ 'আল্লাহু' লতিফায়ে

কাল্‌বের প্রতি খেয়াল করে প্রত্যেক দিন পঁচিশ হাজার বার পড়তে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত 'লতিফায়ে ক্বালব' জারী না হয় উল্লেখিত জিকির চালু রাখতে হবে। যখন 'লতিফায়ে ক্বালব' জারী হয়ে যাবে তখন এ জিকির উল্লেখিত সংখ্যা অনুযায়ী 'লতিফায়ে রূহ'- এর সাথে করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'লতিফায়ে রূহ' জারী হয়ে যাবে তখন এ উল্লেখিত জিকির 'লতিফায়ে সিরের' সাথে করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন 'লতিফায়ে খফীর' সাথে এ জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন 'লতিফায়ে আখফার' সাথে এ জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন 'লতিফায়ে নফ্‌সের' সাথে এ

CamScanner

জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন 'লতিফায়ে নফ্‌সের' সাথে এ জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন 'লতিফায়ে ক্বলেবিয়ার' দিকে লক্ষ্য করে জিকির করবে, অর্থাৎ সমস্ত শরীরের দিকে লক্ষ্য করে জিকির করবে। 'লতিফায়ে ক্বালেবীয়ার' কোন খাস নূর নেই। তা জারী হওয়ার পর তার শরীরের প্রত্যেকটি লোম হতে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ' ধ্বনী শুনবে। তখন মোরাকাবা আরম্ভ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সাতটি লতিফা জারী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোরাকাবায় কোন উপকার হবে না।

আপনার লতিফাগুলো জারী হয়েছে কিনা অর্থাৎ এতে নূর আসছে কিনা এটা জানার

জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি কাশ্‌ফে আয়ানী, দ্বিতীয়টি কাশ্‌ফে ওয়াজদানী বা বিজদানী। কাশ্‌ফে আয়ানী হল জিকিরকারী ঐ নূর লতিফার মধ্যে প্রবেশ হওয়ার অবস্থাটা স্বনজরে দেখবে যে, স্বীয় সত্তা আরশের উপর কিংবা আরশের নীচ হতে রওয়ানা হয়ে এ লতিফার মধ্যে দাখিল হয়েছে। তবে কাশফে আয়ানী এ যুগে বিরল। হ্যাঁ কাশফে ওয়াজদানী সবারই হয়। তা হল যখন জিকির অবস্থায় জিকিরকারীর এমন বেহুশী অবস্থায় জারী হয়ে যায়, দুনিয়া ও পার্থিব বিষয়ে তার কোন খবরও থাকে না। এমন কি নিজের অস্তিত্বেও কোন খবর থাকে না। এটা এরই আলামত যে, এ লতিফার নূর এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। সুতরাং এ লতিফা জারী

হয়ে গেল। অতঃপর এর পরবর্তী লতিফার সাথে জিকির করবে। যখন এ ধরনের বেহুশ অবস্থা জারী হয় তখন এ লতিফার নূর জারী হয়। অতঃপর এর পরবর্তী লতিফার সাথে জিকির করবে। এভাবে সাতটি লতিফাই জারী করবে। যখন সাতটি লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন মুরাকাবা শুরু করবে। জেনে নেয়া উচিত যে, এখানে বেলায়েত দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র এমন সান্নিধ্য লাভ করা যা সন্দেহমুক্ত নয়। এ নৈকট্য পর্দার আড়ালে হয়। অর্থাৎ আউলিয়াদের বেলায়াতে সন্দেহ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আম্বিয়া কেরামদের পবিত্র বেলায়েতে এ ধরনের সন্দেহ মুক্ত। আল্লাহ্‌র নামসমূহ ও গুণাবলীর পর্দা প্রয়োজন হয়।

মনে রাখবে সাতটি লতিফা, যা বেলায়েতে সুগরার সাতটি মাকাম। এগুলো জারী করার পর দু'টি মুরাকাবা করতে হবে। তখন বেলায়েতে সুগ্‌রার পর্যায় শেষ হবে। সালেকগণ আওলিয়া কেরামদের মধ্যে গণ্য হয়।

বেলায়েতে সুগ্‌রার প্রথম মোরাকাবাঃ যা মোজাদ্দেদীয়া তরীকার অষ্টম মঞ্জিল বা গম্যস্থান্ তা দাওরায়ে আহদিয়ত। এটা হল এমন ধারনায় ডুবে যাওয়া যে, আমার 'লতিফায়ে ক্বালব'-এর মধ্যে ফায়েজ আসছে ঐ পবিত্র স্বত্ত্বা থেকে যা সম্যক পূর্ণগুণাবলীর আঁধার এবং সমস্ত দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র। এ মুরকাবা সম্পন্ন হওয়ার আলামত হল অন্তরের মধ্যে গাইরুল্লাহ্‌র খেয়াল অনেকক্ষণ পর্যন্ত না

আসা। এ ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহ্‌র খেয়াল আসাকে খাতরা তথা বিপদ বলা হয়।

কোন কোন সালেক যাদের পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে তাদের ক্বাল্‌বের মোরাকাবার মধ্যে ফানায়ে ক্বাল্‌বী হাসিল হয়ে যায়, মুরাকাবা অবস্থায় খেদায়ী নূর নজরে আসে। এটা মুরাকাবা শেষ হওয়ার বিশেষ আলামত। যাদের যোগ্যতার অপূর্ণতা রয়েছে তাদের এ নূর দৃষ্টিগোচর হয় না। এ মুরাকাবা শেষে হওয়ার আলামত এটাই, যার আলোচনা করা হয়েছে; অর্থাৎ- অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাইরুল্লাহ্‌র খেয়াল অন্তরের মধ্যে না আসা। যাদের পূর্ণ যোগ্যতা নেই তাদের নাফ্‌সী মুরাকাবার মধ্যে ফানায়ে ক্বাল্‌বী হাসিল হয় না। যার বর্ণনা সামনে আসবে। ফানায়ে ক্বাল্‌বীর অর্থ হল সার্বক্ষনিক

ক্বালবের মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, যাকে এ তরীকার মাশায়েখে কেরাম 'ইয়াদ্‌দাস্ত' (স্মরণ চিহ্ন) বলে থাকেন। অর্থাৎ, সর্বসময় খোদার স্মরণ রাখা। এক সেকেন্ডের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে ক্বাল্‌বকে গাফেল না করা।

বেলায়েত সুগ্‌রার দ্বিতীয় মুরাকাবাঃ তরীকায়ে মোজাদ্দেদীয়ার নবম মঞ্জিল (গম্যস্থান) হল 'দায়েরায়ে মাঈয়্যাত'; এর ইঙ্গিত হল কুরআন করীমের এ আয়াত "ওয়াহুয়া মায়াকুম আইনামা কুন্তুম" (আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন) এ মুরাকাবার নিয়ম হল এমন খেয়ালের মধ্যে ডুবে যাবে যে, আমার ক্বাল্‌বের মধ্যে সে পবিত্র সত্ত্বা থেকে ফায়েজ আসছে, যিনি আমার

এমনকি বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুর সাথে আছেন। এ মুরাকাবার মধ্যে কর্মজাতীয় তাজাল্লীর ভ্রমণ নসীব হয়। তাওহীদের অস্তিত্বের পথ উন্মুক্ত হয়। এ মুরাকাবা পূর্ণ হওয়ার আলামত হল- খোদা প্রেমে ডুবে যাওয়া, আত্মহারা হয়ে যাওয়া। সার্বক্ষণিক হাযির থাকা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকলকে ভুলে যাওয়া। এ মাকাম সালেকের মজ্‌জুব বা আত্মহারা ভাবের জন্ম নেয়।

'মুরাকাবায়ে আহদিয়্যত' ও 'মুরাকাবায়ে মাঈয়্যাতের' সময় নফী এসবাতের জিকির (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) প্রতি দিন কম পক্ষে পাঁচ হাজার বার, এস্‌মে জাতের জিকির (আল্লাহু) পঁচিশ হাজার বার পড়া প্রয়োজন। এমন ভাবে জিকির করতে হবে

যা খাতরা থেকে পবিত্র। যদি খাতরা আসে তাহলে তাসাব্বুরে শায়খ করতে হবে। আর তাসাব্বুরে শায়খকে রাবেতাও বলা হয়। তাসাব্বুরে শায়খ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাব্বাতে শায়খ পূর্ণ হয় না। তার পূর্ণ মুহাব্বাতের নামই হল 'ফানা ফিশ্‌শায়খ'। ফানা ফিশ্‌শায়খ ছাড়া ফানা ফির্‌রাসূলের পর্যায় হাসিল হয় না। আর ফানা ফির্‌রাসূল ছাড়া ফানা ফিল্লাহ্‌র দরজা হাসিল হয় না। তবে এ ধরনের পীরের মুহাব্বাতে ফানা হওয়া উপকারী, যারা ফানা ফির্‌রাসূলের দরজা রাখে। যোগ্যতাহীন শায়খের তাসাব্বুর করা উপকারী নয় বরং ক্ষতিকর। মুরাকাবার সময় ওয়াকুফে ক্বাল্‌বী তথা সচেতন ক্বাল্‌বী ব্যতীত জিকির উপকারী নয়; বরং

এ জিকির মানুষের স্বাভাবিক কথা-বার্তার অন্তর্ভূক্ত। ওয়াকুফে ক্বাল্‌বী হল জিকিরকারীর মনোযোগ ক্বাল্‌বের দিকে হওয়া আর ক্বাল্‌বের তাওয়াজ্জু বা মনোযোগ আল্লাহ্‌র দিকে হওয়া। জিকিরের মধ্যে তিনটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত। এক - ওয়াকুফে ক্বাল্‌বী, দুই - জিকিরে ক্বাল্‌বী, তিন - অভ্যাসগত কার্য থেকে হেফাজত থাকা। জিকিরের মধ্যে প্রতিধ্বানিও অনেক উপকারী। তা হল কিছুক্ষণ পর পর মনে মনে বলবে, " হে আল্লাহ্‌ তুমিই আমার মকসুদ"। আমি তোমারই সন্তুষ্টির প্রত্যাশী। তোমার দয়া ও করুনা দ্বারা আমাকে তোমার পূর্ণ মুহাব্বাত ও পরিচয় দান কর।

খতমে খাজেগান

১) ইস্তিগফার ..... ১১ বার
২) সূরায়ে ফাতেহা ..... ৭ বার
৩) দুরূদ শরীফ ..... ১০০ বার
৪) সূরা আলম্‌ নাশ্‌রাহ্‌ ..... ৭৯ বার
৫) সূরায়ে ইখ্‌লাস ..... ৩০০ বার
৬) দুরূদ শরীফ ..... ৭ বার
৭) ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু
বি-রাহমাতিকা আছতাগিছু .. ৫০০ বার
৮) সুবাহানাল্লাহি ওয়া- বিহামদীহী
সুবাহানাল্লাহিল আজিম ..... ১০০ বার
৯) লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্‌
..... ১০০ বার
১০) নাছ্‌রুম মিনাল্লাহি ওয়া
ফাতহুন কারিব ..... ১০০ বার

১১) ইয়া খাফিয়াল লুৎফে আদরিকনী বি-লুৎফিকাল খাফি ..... ১০০ বার

১২) আল্লাহুম্মা কাফিনাহুম বিমাশিয়্‌তা ..... ১০০ বার

১৩) আল্লাহুম্মা ইয়া কাদ্বিয়াল হাজাত ..... ১০০ বার

১৪) আল্লাহুম্মা ইয়া কাফিয়াল-মুহিম্মাত ..... ১০০ বার

১৫) আল্লাহুম্মা ইয়া দাফিআল বালিয়্যাত ..... ১০০ বার

১৬) আল্লাহুম্মা ইয়া মুজীবাদ্‌-দাওয়াত ..... ১০০ বার

১৭) আল্লাহুম্মা ইয়া রাফিআদ্‌-দারাজাত ..... ১০০ বার

১৮) আল্লাহুম্মা ইয়া মুছাব্বিবাল আছবাব ..... ১০০ বার

১৯) আল্লাহুম্মা ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব ..... ১০০ বার

২০) আল্লাহুম্মা ইয়া শাফিয়াল আম্‌রাদ ..... ১০০ বার

২১) ফাছাহ্যিল ইয়া ইলাহী কুল্লা-ছাআবিন বিহুরমাতি ছায়্যিদিল আব্‌রার ..... ১০০ বার

২২) ছাহ্যিল-বিফাদ্‌লিকা ইয়া আজীক ..... ১০০ বার

২৩) রাব্বি আন্নি-মাগলুবুন ফান্‌তাছির ..... ১০০ বার

২৪) ইয়া গাওছু আগিছ্‌নী ওয়ামদিদ্‌নী ..... ১০০ বার

২৫) লা-ইলাহা ইল্লা-আনতা ছুব্‌হানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজ্জুয়ালিমীন ..... ১০০ বার

২৬) ফাছ্‌তাজাব্‌নালাহু ওয়ানাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুন্‌জিল মু'মিনিন ..... ১০০ বার

২৭) ইয়া ফাত্তাহু ..... ১০০ বার

২৮) ইয়া ওয়াহ্‌হাবু ..... ১০০ বার

২৯) ইয়া রাজ্জাকু ..... ১০০ বার

৩০) ইয়া মুয়িজ্জু ..... ১০০ বার

৩১) ইয়া ছালামু ..... ১০০ বার

৩২) ইয়া আজিজু ..... ১০০ বার

৩৩) ইয়া বাছিতু ..... ১০০ বার

৩৪) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ..... ১০০ বার

৩৫) ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন .... ১০০ বার

খতমে গাউছিয়া

১) দুরূদে তাজ ..... ১ বার

দুরূদে তাজঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ছাহিবিত্‌ তাজি ওয়াল্‌-মি'রাজি ওয়াল-বুরাকি ওয়াল-আলাম; দাফিইল্‌-বালাই ওয়াল্‌ ওয়াবা-ই ওয়াল্‌-কাহতি ওয়াল-মারাদ্বি ওয়াল্‌-আলাম। ইসমুহু মাক্‌তুবুম্‌ মারফুউম মাশফূউন মানকূশুন ফিল্‌-লাওহি ওয়াল-কালাম; সায়্যিদিল-আরাবি ওয়াল্‌-আযাম; জিসমুহু মুকাদ্দাসুম মুআত্ত্বারুম মুত্ত্বাহ্‌হারুম মুনাও্‌-ওয়ারুন ফিল-বাইতি ওয়াল্‌ হারাম; শামসিদ্বদ্বুহা বাদ্‌রি-দুজা ছাদরিল-উলানূরিল-হুদা কাহফিল ওয়ারা মিছবাহিয্‌-যুলাম; জামীলিশ-শিয়ামি শাফীল- উমামি ছাহিবিল- জুদি ওয়াল কারাম, ওয়াল্লাহু

আছিমুহু ওয়া জিব্‌রীলু খাদিমুহু ওয়াল-বুরাকু মারকাবুহ ওয়াল-মি'রাজু সাফারুহু ওয়া সিদরাতুল-মুনতাহা মাকামুহু ওয়া কাবা কাওসাইনি মাত্বলুবুহু; ওয়াল-মাত্বলূবু মাক্বছূদুহু ওয়াল- মাক্বছূদু মাওজূদুহ। সায়্যিদিল মুরসালীনা খাতামিন্‌-নাবিয়্যীনা শাফীউল্‌-মুযনাবীনা; আনীসিল-গারীবীনা রাহ্‌মাতাল লিল্‌ আলামীন; রাহাতিল-আশিকীনা মুরাদিল-মুশতাকীনা শামসিল আরেফীনা সিরাজিস-সালিকীনা মিছবাহিল-মুকার রাবীনা মুহিব্বিল-ফুকরা-ই ওয়াল-মাসাকীন; সায়্যিদিস্‌-সাক্বালাইনি নাবিয়্যিল-হারামাইনি ইমামিল-কিব্‌লাতাইনি ওয়াসীলাতিনা ফিদ্‌-দারাইনি ছাহিবি কাবা কাওসায়নি মাহ্‌বুবি রাব্বিল মাশরিকায়নি ওয়াল-মাগরিবায়নি জাদ্দিল-হাসানি ওয়াল হুসাইনি মাওলানা ওয়া মাওলাস্‌-

সাকালাইনি আবিল-কাসিমি মুহাম্মাদিব্‌নি আবদুল্লাহি নূরিম্‌ মিন নূরিল্লাহ; ইয়া আয়্যুহাল-মুশতাকুনা বিনুরি জামালিহী ছাল্লু আ'লাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা।

০২) ইস্তিগফার .... ১১১ বার

"আছতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিনকুল্লি জামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

০৩) তরীকতের দুরূদ শরীফ ..... ১১১ বার

তরীকতের দুরূদ শরীফ: "আল্লাহুম্মা ছাল্লি ছালাতান কামিলাতান ও সালামান তা'ম্মান আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবীয়্যিনা ওয়া মুরশিদিনা মুহাম্মাদীও ওয়া আলিহী দায়িমান আবাদান ফি কুল্লী লাম হাতিন ও নাফাসিন বিআদাদি কুল্লী মায়ালু মিল্লাক।"

০৪) সূরা ফাতেহা ..... ১১ বার
০৫) সূরা আলামনাশ্‌রাহ ..... ১১১ বার

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

"আলাম নাশ্‌রাহ্‌ লাকা ছাদ্‌রাক, ওয়া ওয়াদা'না আন্‌কা বিয্‌রাক। আল্লাযী আন্‌কা বিয্‌রাক। আল্লাযী আন্‌ক্বাদা যাহ্‌রাক। ওয়া রাফা'না লাকা যিক্‌রাক। ফাইন্না মাআল উছরি ইউছরা। ইন্না মাআল্‌ উসরি ইউসরা। ফাইযা ফারাগতা ফানছাব। ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব।"

০৬) সূরা এখলাছ ..... ১১১ বার
০৭) কালেমা তামজীদ ..... ৫৫৫ বার

কালেমা তামজীদ: "সুবহান্নাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।"

০৮) হাছ্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল; নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর ..... ৫৫৫ বার
০৯) সূরা ফাতেহা ..... ১১ বার
১০) দুরূদ শরীফ ..... ১১১ বার
১১) দোয়া: ছাহ্‌হিল ইয়া ইলাহি আলাইনা কুল্লা ছাআবিন বেহুরমাতে ছাইয়্যিদিল আবরাব ..... ১১১ বার
১২) ইয়া ইলাহী বিহুরমাতে হয়রত খাজা ছুলতান ছৈয়দ শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ..... ১১১ বার
১৩) বিরাহ্‌মাতীকা ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন ..... ১১১ বার
১৪) আল্লাহুম্মা আমীন ..... ১১১ বার
১৫) ইয়া রাব্বাল আলামীন ..... ১ বার

কাছিদায়ে গাউছিয়া শরীফ

(বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম)

আচ্ছালাম আয় নূরে চশমে আম্বিয়া,
আচ্ছালাম আয় বাদশাহে আউলিয়া।

* ছাক্কানিল হুব্বু কা'ছাতিল বিছালী,
ফাকুলতু লিখামরাতী নাহভী তা আলী

আচ্ছালাম ----------

* ছা-আত ওয়া মাশাত লি নাহভী ফি
কুউছিন, ফহিমতু বি ছুকরাতি
বাইনাল মাওয়ালী।

আচ্ছালাম ----------

* ফাকুলতু লিছায়েরিল আকতাবে লুম্মু,
বিহালী ওয়াদখুলু আনতুম রিজালী

আচ্ছালাম ----------

* ওয়া হাম্মু ওয়াশ রাবু আনতুম জুনুদী,
ফাছাকীল কাওমে বিল ওয়াফিল মালালী।

আচ্ছালাম ----------

* শারিবতুম ফুদলাতী মিম বাদি ছুক্‌রী,
ওয়ালা নিল তুম উলুব্বী ওয়াত্তিছালী।

আচ্ছালাম ----------

* মাকামুকুল উলা জামআঁও ওয়ালা কিন,
মাকামি ফাউকাকুম মা ঝাঁ-লা আলী।

আচ্ছালাম ----------

* আনা ফি হায্‌রাতিত্‌ তাকরীবে ওয়াহ্‌দী,
ইউছাররিফুনী ওয়া হাছবী যুল জালালী।

আচ্ছালাম ----------

* আনাল বা ঝিউ আশহাবু কুল্লা শাইখিন,
ওয়া মান্‌জা ফির রিজালি উ'তা মিছালি।

আচ্ছালাম ----------

* কাছানী খিল আতান বিতারাজি আজমিন,
ওয়া তাওয়াজ্জানী বিতীজানিল কামালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়া আতলাআনী আলা ছিররিন ক্বাদী মিন,
ওয়া ক্বাল্লাদানী ওয়া আ'তানী ছুয়ালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়া ওয়াল্লা নী আলাল আকতা বে জামআন,
ফা হুমকী না ফিজ্বন ফী কুল্লি হালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়ালাউ আল্ কাইতুছিররী ফি বিহারীন,
লাছা-রাল্ কুল্লু গাওরান ফী জাওয়ালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফি জিবালীন,
লাদুক্কাত ওয়াখ তাফাত বাইনার রিমালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফাউকা নারিন,
লা-খামাদাত ওয়ান্ তাফাৎ মিন সির্‌রি হালি।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফাউকা মাইতিন,
লাকামা বিকুদরাতিল মাওলা তা'য়ালি।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়ামা মিনহা শুহুরুন আউ দুহুরুন,
তামুররু ওয়াতানক্কাদী ইল্লা আতালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়াতুখ বিরুনী বিমা ইয়া'তী ওয়া ইয়াজরী,
ওয়া তু' লিমুনী ফা আকছির আনজিদালী।

আচ্ছালাম ----------

* মুরীদী হিম ওয়াতিব ওয়াশতাহ ওয়া গান্নিন,
ওয়া ইফআল মা তাশাউ, ফালি ইছমু আলী।

আচ্ছালাম ----------

* মুরিদী লা তাখাফ আল্লাহু রাব্বী,
আতানী রিফ আতান নিলতুল মানালী।

আচ্ছালাম ----------

* তুবুলী ফিচ্ছামায়ি ওয়াল আরদি দুক্কাত,
ওয়া শাউছুচ ছায়াদাতি ক্বাদ বাদলী।

আচ্ছালাম ----------

* বিলাদুল্লাহে মুলকী তাহতা হুমকী,
ওয়া ওয়াকতি কাবলা কাবলী কাদ্ ছফালী।

আচ্ছালাম ----------

* নাজারতু ইলা বিলাদিল্লাহে জামআন,
কা খারদালাতিন আলা হুকমিত্তিছালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়া কুল্লু ওলিয়্যিন আল কাদামিন ওয়া ইন্নী,
আলা কাদামিন নবী-বাদরিল কামালী।

আচ্ছালাম ----------

* মুরিদী লা তাখাফ ওয়াশিন ফাইন্নি,
আজুমুন কাতিলুন ইনদাল ক্বিতালী।

আচ্ছালাম ----------

* দারাছতুল ইলমা হাত্তা ছিরতু কুতুবান,
ওয়া নিলতুচ্ছাদা মিন্ মাওলাল মাওয়ালী।

আচ্ছালাম ----------

* ফামান ফি আউলিয়া ইল্লাহি মিছলী,
ওয়া মান ফিল এল্‌মে ওয়াত্ তাছরীফে হালী।

আচ্ছালাম ----------

* কাজা ইবনুর রেফারী কা-না মিন্নী,
ফাইয়াছ লুকু ফী ত্বারিকী ওয়াশ তিগালী।

আচ্ছালাম ----------

* রিজালুন ফি হাওয়া জিরি হিম ছিয়ামুন,
ওয়া ফি জুলামিল লায়ালী কাল লা আলী।

আচ্ছালাম ----------

* আনাল হাছানী ওয়াল মাখদা' মাকামী,
ওয়া আকাদা-মী আলা উনুকির রিজালী।

আচ্ছালাম ----------

* ওয়া আবদুল কাদিরিল মাশহুরু ইছমী,
ওয়া জাদ্দী ছাহেবুল আইনিল কামালী।

আচ্ছালাম ----------

* আনাল জীলি মুহিউদ্দীন ইছমী,
ওয়া আ'লামী আলা রা'ছিল জিবালী।

আচ্ছালাম ----------

* তাকাব্বালনী ওয়ালা তারদুদ ছুআলী,
আগিছনী ছাইয়্যিদী উনজুর বিহালী।

আচ্ছালাম ----------

ফাহাল্লি ইয়া ইলাহী কুল্লা ছায়াবিন।
বেহাক্কিল মোস্তফা বাদরিল কামালী।

"শাজরায়ে তরীকায়ে নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া"

ছিলছিলায়ে বা'য়াতে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

১) ইয়া ইলাহী আপনে জাতে কিবরিয়ায়ি কে ওয়াস্তে + খুলদে দরওয়াজায়ে রাহ্‌মাত গাদাকে ওয়াস্তে।

২) রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন খত্‌মে রাসূল (দঃ) জানে জাহাঁ + আহ্‌মাদ ও মুহাম্মাদ মুস্তফাকি ওয়াস্তে।

৩) ইয়া ইলাহী রহম ফরমা মোস্তফা কে ওয়াস্তে + আয়োর দরূদে বেকেরার কার দে মোস্তফা কে ওয়াস্তে।

৪) ইয়া ইলাহী আব্‌রে রহমতমে ছোপালে হাম ছিয়াহ কারো কুবিহি + হযরতে ছিদ্দিকে আকবর আতকিয়া কে ওয়াস্তে।

৫) ইয়া ইলাহী ইজ্জাতে দারাইন দে আয়োর কুল্লু খাতায়ে মায়াফ কারদে + হযরতে সালমান ফারসী পেশওয়া কে ওয়াস্তে।

৬) ইয়া ইলাহী দোজাহাঁ কি বরকতী আয়োর মারেফাত ছে শাদ কার + হযরতে কাছেম ইমাম আছফিয়া কে ওয়াস্তে।

৭) ইয়া ইলাহী চারো যানেবছে তেরে রহ্‌মতে কামেলাহ্‌ ঘেরলে হামে + হযরতে জাফর সাদেক আছখিয়া কে ওয়াস্তে।

৮) ইয়া ইলাহী হযরতে আবু ইয়াজিদ বোস্তামী আরেফীন ও কামেলীন + দে ছায়ায়ে আরশে ব-রীমে সাইয়্যেদ আওলিয়া কে ওয়াস্তে।

৯) ইয়া ইলাহী মাল ও দৌলত, জাহের ও বাতেন আতা কার গায়েবছে + হযরতে বোস্তাম আবুল হাছান আউলিয়া কে ওয়াস্তে।

১০) ইয়া ইলাহী রিযক্‌ ওয়াফের কার আতা মোহ্‌তাজ গায়রুনা কার আয় মুজে মেরে মাওলা, দে রুজিয়ে আজিম + হযরতে আবু আলী মাশ্‌হুদী খাজা কে ওয়াস্তে।

১১) ইয়া ইলাহী জিছ্‌ তরফ উঠতে হ্যায় নজর তো দেখ্‌তে হ্যায় তেরা জামাল, কার মুজাম্মাল কার মুনাওয়্যার মুস্তাফিজ মুকাম্মাল + হযরত ইউসুফ হামদানী ফারেসী কে ওয়াস্তে।

১২) ইয়া ইলাহী মায়াফ কারদে আয় খোদায়ে হামারে ছারে কুসুর + হযরতে আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী কিবলা কাবা কে ওয়াস্তে।

CamScanner

১৩) ইয়া ইলাহী মাগ্‌ফেরাত ফরমাদে মেরে গুনাহ আওর মেরে মা-বাপকো বিহি + হযরতে খাজা আরেফ বেরিয়া কে ওয়াস্তে।

১৪) ইয়া ইলাহী উম্মতে খায়রুল বাশারকি আকিবাতছে মাহ্‌মুদ কার + হযরতেঃ খাজা আন্‌জির বোখারী কে ওয়াস্তে।

১৫) ইয়া ইলাহী বাছ্‌ মাকছুদ তুজছে গাফেল নাহো কভি + হযরতে খাজা আজীজা আলী মক্‌তাদা কে ওয়াস্তে।

১৬) ইয়া ইলাহী মুন্‌জিলে দেস্‌ওয়ারকো আছান কার দে সিরাতে মুস্তাকিম + হযরতে বাবা শাম্মাছি রাহনুমা কে ওয়াস্তে।

১৭) ইয়া ইলাহী খোদ্‌-নোমায়িছে বাঁচা আওর এস্তেকামাত ভিখ্‌ দে + হযরতে খাজা আমির কুল্লাল বে-রিয়া কে ওয়াস্তে।

১৮) ইয়া ইলাহী নকশবন্দী সিলসিলা আওর মোজাদ্দেদীয়াছে রাখ হারদম হামে + হযরতে খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী বোখারী কে ওয়াস্তে।

১৯) ইয়া ইলাহী হরজাগা তেরী আতাকাছাতহু + পীরে কামেল হযরতে খাজা আলাউদ্দিন আত্তার মাওলা কে ওয়াস্তে।

২০) ইয়া ইলাহী ছিরাতুল মুস্তাকিম পর ছাবেত কদম রাখ আওর বানাদে কামেল মু'মিন + হযরতে খাজা মোহাম্মদ ইয়াকুব চারখী কিব্‌লা কে ওয়াস্তে।

২১) ইয়া ইলাহী এল্‌মে মা'রেফাতছে মা'মুর কার দেল মেরে আয় খোদায়ে দোজাহান + হযরত খাজা ওবায়েদ উল্লাহ্‌ ছমরকান্দী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

২২) ইয়া ইলাহী খাজা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জায়েদী নক্‌শবন্দী জুলকরম + হযরতে খাজা ইছ ফরাজী বাহাকে কে ওয়াস্তে।

২৩) ইয়া ইলাহী আসান কারদে তারিখে রাহে পুলিরাত+হযরতে খাজা উমকাঙী বোখারী (রাঃ) কে ওয়াস্তে।

২৪) ইয়া ইলাহী তেরে মাহাবুবকি দামানমে রাখ হারদম হামে + হযরতে খাজা বাকিবিল্লাহ্ ফানিফিল্লাহ্ দেহলভী কে ওয়াস্তে।

২৫) ইয়া ইলাহী ইনসানে কামেল মোমিনে কামেল ওলীয়ে কামেল বানাদে + কুতুবুল আলম শায়েখ আহাম্মদ সিরহিন্দী মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানী কে ওয়াস্তে।

২৬) ইয়া ইলাহী বেনিয়াজোঁমে মুজ্‌হে কার ছরফরাজ ও বেনিয়াজ আয় মাওলায়ে মেরী + হযরতে খাজা সাইয়্যেদ মাছুম মোজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

২৭) ইয়া ইলাহী মুজ্‌কো আওর আওলাদকো বিহি কারদে তু মাফ+কুতুবুল এরশাদ হযরত খাজা সাইফুদ্দীন মোজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

২৮) ইয়া ইলাহী মুশকিল আসান ফরমা রঞ্জ ও গাম ছব দূর কার + কুতুবুল আলম, গাউছে জামান হযরতে নূর মোহাম্মদ বদায়ূনী কে ওয়াস্তে।

২৯) ইয়া ইলাহী আশেকে মোস্তফা বানা আওর জিন্দেগী উঁচ পর হো কুরবাঁ + মোজ্‌হারে জানে জাহাঁ শহীদে দেহ্‌লভী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

৩০) ইয়া ইলাহী কবরকি তারিকোমে চম্‌কে হুসনে মোস্তফা + হযরত গোলাম আলী মোজাদ্দেদী দেহলভী কে ওয়াস্তে।

৩১) ইয়া ইলাহী মুজে বিহী জামে শাহাদাত কার আতা + হযরতে শাহ আবুসাঈদ দেহ্‌লভী কে ওয়াস্তে।

৩২) ইয়া ইলাহী ওমরমে বরকত আতা কার আওর মাগফেরাত ফরমা দে মুজ্‌হে + কুতুবুল এরশাদ হাজী দোস্ত মোহাম্মদ আওলিয়া কে ওয়াস্তে।

৩৩) ইয়া ইলাহী মা'য়াফ কারদে মেরে গুনাহ্‌ আয় মালিকে দোজাহাঁ + কুতুবুল এরশাদ হযরত ওছমান কান্দাহারী কে ওয়াস্তে।

৩৪) ইয়া ইলাহী আহ্‌লে বায়া'তে মোস্তফাকা এশ্‌ক দে মোকাম্মাল + হযরত সিরাজ উদ্দিন কুতুবুল আলম আউলিয়া কে ওয়াস্তে।

৩৫) ইয়া ইলাহী নাজাকে ওয়াক্ত সালামত মেরী ঈমান রাহে + হযরতে আবু সায়াদ আহাম্মদ কুন্দীআনী কে ওয়াস্তে।

৩৬) ইয়া ইলাহী আহ্‌লে সুন্নাতমে মুজহে রাখ্‌ আয়োর বায়া'তে রাসূলকি নূর ছে কার মামুর, ইনসানে কামেল, মুমিনে কামেল, ওলীয়ে কামেল বানাদে + আওলাদে রাসূল মোজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত নৈয়দ আবেদ শাহ্‌ মোজাদ্দেদী আল-মাদানী কে ওয়াস্তে।

৩৭) ইয়া ইলাহী দ্বীন ও দুনিয়ামে খায়ের ও বরকত আতা কার বেশুমার আয় মুজে মেরে মাওলা দে সিরাতে মুস্তাকিম + মুর্শিদে বরহক হযরত কিব্‌লা সৈয়দ বাহাদুর শাহ্‌ মোজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

"শাজ্‌রায়ে তরিকায়ে কাদেরিয়া রেজভীয়া"

ছিলছিলায়ে বা'য়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

১) ইয়া ইলাহী হাম্‌দে বেহদ আপনে খোদায়ি কে ওয়াস্তে, রহম ফরমা রহমতে আলম মোহাম্মাদ মোস্তফা কে ওয়াস্তে।

২) ইয়া ইলাহী আবরে রহমতমে ছোপালে হাম্‌কো বিহি, মুশকিল কোশা শাহে বেলায়েত আলী মুরতুজাকে ওয়াস্তে।

৩) ইয়া ইলাহী সাথ ইজ্জাত কে, মুজে রাখ তা আবাদ, সাইয়্যিদুশ শোহাদা ইমাম হুসাইন আহ্‌লে জান্নাতকে ওয়াস্তে।

৪) ইয়া ইলাহী রা'ফে কার ছব হাজতী ইয়া রা'ফেউ কুতুবুল আক্‌তাব ইমাম জয়নুল আবেদীন কে ওয়াস্তে।

৫) ইয়া ইলাহী মাল ও দৌলত জাহের ও বাতেন আতা কার গায়েব ছে, কুতুবুল আলম ইমাম বাকের মাদানী কে ওয়াস্তে।

৬) ইয়া ইলাহী বেনেয়াজুঁ মে মুজে কার ছার ফরাজ ও বেনোয়াজ, কুতুবুল আলম জাফর ছাদেক আসখিয়া কে ওয়াস্তে।

৭) ইয়া ইলাহী রিয্‌ক ওয়াফের কার আতা আয় মোজে মেরে মাওলা ছাইয়্যিদুল আওলিয়া ইমাম মুসা কাজেম কে ওয়াস্তে।

CamScanner

৮) ইয়া ইলাহী হার তরফ ছে রান্‌জ ও গম্‌নে আকে গেরা হায় মুজে, দে পানাহ্‌ ইয়া রব কুতুবুল আলম ইমাম মুছা আলী রেজা কে ওয়াস্তে।

৯) ইয়া ইলাহী তেরে রহমত মে হাম্‌ ছবকো ঘেরলে, কুতুবুল আলম খাজা মা'য়ারুফ কারখী বাগদাদী কে ওয়াস্তে।

১০) ইয়া ইলাহী তেরে রহমত মে হাম্‌ ছাব্‌কো ঘেরলে, কুতুবুল আলম খাজা মা'য়ারুফ কারখী বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১১) ইয়া ইলাহী হার তরফ কি দুশমনোছে মুজে বাচালে, সাইয়্যোদুত্‌ তায়েফা হযরত জুনায়েদ বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১২) ইয়া ইলাহী তেরী ইয়াদ ছে কাভি গাফেল না রাহু, হযরতে শায়েখ আবু বকর মোহাম্মাদ শিবলী বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১৩) ইয়া ইলাহী আহ্‌লে সুন্নাত মে মুজে রাখ তা আবাদ, হযরতে শায়েখ আব্দুল আজিজ আত্‌তামিমি ইয়ামনী কে ওয়াস্তে।

১৪) ইয়া ইলাহী মুশ্‌কিলি আছান ফরমা রান্‌জ ও গম ছব দূর কর, হযরতে শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ আত্‌তামিমি বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১৫) ইয়া ইলাহী কার মুজে তো, আপ্‌নে মা'য়ারেফত্‌ ছে-ছেরফরাজ, হযরতে শায়েখ আবুল ফারাহ মোহাম্মদ তুশী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

১৬) ইয়া ইলাহী গাফলত কে নিন্দছে মুজে বেদার কার, হযরতে শায়েখ আবুল হাসান হাক্‌কারী বাগদাদী কে ওয়াস্তে।

১৭) ইয়া ইলাহী নফ্‌ছে বদ্‌ছে হাম ছব্‌কো বাচালে, হযরতে কুতুবুল আলম শায়েখ আবু সাইদ মাখজুমী কে ওয়াস্তে।

১৮) ইয়া ইলাহী খায়ের ও বরকতছে মুজে কর ছের ফরাজ মাহ্‌বুবে ছোবহানী গাওছুল আজম আব্দুল কাদে জিলানী কে ওয়াস্তে।

১৯) ইয়া ইলাহী রহমতে দারাইন ফরমা, কর আতা তেরী রেজা, হযরতে কুতুবুল আলম আব্দুর রাজ্জাক বাগদাদী কে ওয়াস্তে।

২০) ইয়া ইলাহী মাফ্‌ কারদে মেরী ছারে কছুর, হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আবু ছালেহ কে ওয়াস্তে।

২১) ইয়া ইলাহী দো জাহান কে নেয়ামত ও আজমতছে ফরমা ছের ফরাজ, হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আবু নছর মহীউদ্দীন কে ওয়াস্তে।

২২) ইয়া ইলাহী জামে মারেফাতছে কর মুজে ছের ফরাজ, হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ ওলইয়া কে ওয়াস্তে।

২৩) ইয়া ইলাহী কর খায়ের তু মেরা আউয়াল ও আখের, হযরতে পীরে কামেল খাইয়্যেদ মুসা কে ওয়াস্তে।

২৪) ইয়া ইলাহী দোজাহাঁকি খায়ের ও বরকত হাসানাত ভিখ্‌ দে মুজে,

CamScanner

হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ হাসান আওলিয়া কে ওয়াস্তে।

২৫) ইয়া ইলাহী কিজিয়ে হামকু উলফতে জাম, হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আহ্‌মেদ জিলানী কে ওয়াস্তে।

২৬) ইয়া ইলাহী হার মরজ্‌ছে দে মুজে শেফা, হযরত পীরে কামেল শায়েখ বাহাউদ্দীন কে ওয়াস্তে।

২৭) ইয়া ইলাহী হার বালাছে দিজিয়ে আম্‌ন ও আমান, হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ ইব্রাহিম ইরজী কে ওয়াস্তে।

২৮) ইয়া ইলাহী আপু হো হাম ছবকি তফছিরি তামাম, হযরতে পীরে কামেল শায়েখ মোহাম্মদ বোহ্‌কারি কে ওয়াস্তে।

২৯) ইয়া ইলাহী হাজতী হো কুল রাওয়া মেরী আবহি, হযরতে পীরে কামেল শায়েখ জিয়াউদ্দীন কে ওয়াস্তে।

৩০) ইয়া ইলাহী আপনে নূরকা হাম ছবকে দেলমে কার জহু'র, হযরতে পীরে কামেল শায়েখ জামাল আউলিয়া কে ওয়াস্তে।

৩১) ইয়া ইলাহী হাম ছবপর কিজিয়ে লুত্‌ফ ও করম আতা, হযরতে পীরে কামেল শাহ্‌ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩২) ইয়া ইলাহী ওয়াদীয়ে জুলমতছে হামকো বাচা, হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আহ্‌মদ মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

৩৩) ইয়া ইলাহী দে মুজে রেজ্‌কে আওর রোজী আজিম, হযরতে পীরে কামেল শাহ্ ফাদ্‌লুল্লাহ্ মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩৪) ইয়া ইলাহী জল্‌দি করদে তো মেরা রোতবা রাফি, হযরতে পীরে কামেল শাহ্ বরকত উল্লা মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩৫) ইয়া ইলাহী রহম কর আব হাল মেরা আয় আজিজ, হযরতে পীরে কামেল শাহ্ আলে আহ্‌মদ আচ্ছি মিয়া কে ওয়াস্তে।

৩৬) ইয়া ইলাহী নেক হো যায়ে মেরি আমালে বদ, হযরতে পীরে কামেল শাহ্ আলে রাসূল মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩৭) ইয়া ইলাহী আহ্‌লে সুন্নাত মে মুজে রাখ্ সুন্নীয়ো ছে কর শামেল, হযরতে ইমামে আহলে সুন্নত, কুতুবুল ইরশাদ, আহ্‌মদ রেজা কে ওয়াস্তে।

৩৮) ইয়া ইলাহী নাজাকে ওয়াক্ত ছালামত মেরা ঈমান রাহে, হযরতে কুতুবুল ইরশাদ জাফর উদ্দীন বিহারী কে ওয়াস্তে।

৩৯) ইয়া ইলাহী আশেকে রাসূল বানাদে, আওর বা'য়াতে রাসূল মে রাখ হারদম, গাউছে জামান, কুতুবে জামান, ইমামে রাব্বানী সৈয়দ আবেদ শাহ্ মুজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

৪০) ইয়া ইলাহী ফুয়ুজাতে বা'য়াতে রাসূল ছে কর মুজে ছের ফরাজ, পীরে কামেল মুর্শিদে বরহক সৈয়দ বাহাদুর শাহ্ মুজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী-১

১) এহি এলতেজা তুজছে খোদায়ে দোজাহাঁ মেরী কেহ কুরবা তেরে মাহবুব কে কদমোঁ পে জাঁ মেরী।

২) তেরী চৌকাঠ মেরা কিব্‌লা তেরা কুচাহ্‌ জানাঁ মেরী মেরা ঈমান তেরা এশ্‌ক তেরা জিকরে জাঁ মেরী।

৩) না ছমজে আহ্‌লে জাহের দূর মুজকু মেরে মাওলা ছে পড়া হু বাংলামে লেকিন মদীনে মে হ্যায় জাঁ মেরী।

৪) উলুয়ে শান মে তেরী মেরা এদরাক আজেজ হ্যায় তেরে আওছাফ মে আয় শাহ্‌ কা-ছের হ্যায় জবাঁ মেরী।

৫) কিয়া হ্যায় তেরী চশ্‌মে মাস্ত নে মাদহুস্‌ আলম কু এদহার বিহি এক নজর ছদ্‌কে তেরে কদমোঁ পে জাঁ মেরী।

৬) কবহি তু রহম আ-জায়ে খোদাকে লাড লে কু বিহি আছর ইত্‌না তো দেখলাদে মুজ্‌হে আহ্‌ ওফ্‌গাহ মেরী।

৭) ফানা হ্যায় চারইয়ারে পাকমে হার লেহেজা রেহেতাহু এহি তেগ ও ছফর মেরী এহি তির ও কামাঁ মেরী।

৮) কলিজা শাক্‌ হু জাতা হ্যায় নায়া'তে মোস্তফা (দঃ) ছোন্‌কার মেরে আশ্‌য়া'র হ্যায় মুনকের কে হক মে বরছীয়া মেরী।

৯) গরজ মুজকু না রেজওয়া ছে না খোলদে পাক ছে মতলব তেরে কদমোঁ মে জান্নাত হ্যায় ইহাঁ মেরী ওহাঁ মেরী।

১০) নবীকা মাদহ্‌ খাওয়াহু মেরী বখশিস মে তামেল কিয়া মেরী হুরি মেরা গেলমাঁ মেরা কাউসার জানা মেরী।

১১) তেরে রওজাহ্‌ পে হারদম দেল মেরা কুরবান রাহতা হ্যায় তেরে কুচে কা কারতি হ্যায় তাওয়াফ আয় দোস্ত জাঁ মেরী।

১২) খোদারা হক নোমা জালোয়া দেখা দিজিয়ে শাহে খোঁবা বহুত মুদ্দাত ছে হায় বেতাব চশমে খোঁ ফাসাঁ মেরী।

১৩) আবেদ কয়েদ মে হ্যায় দুশমনে দ্বীন কি তু গম হ্যায় আবৃহি কাটতি হ্যায় শাহে দিঁ জু চাহে বেড়িয়ে মেরী।

CamScanner

মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী-২

১) ইয়া ইলাহী হারজাগা তেরী আতাকা ছাতহু জব পড়ে মুশ্‌কিল শাহে মুশ্‌কিল কুশাকা ছাতহু।

২) ইয়া ইলাহী ভুলজাও নাজাকে তাকলিফ কো শাদিয়ে দীদারে হুসনে মোস্তফা কা ছাতহু।

৩) ইয়া ইলাহী জব গরমীয়ে মাহ্‌শার ছে ভড়কে বদন দামানে মাহবুব কি ঠান্ডী হাওয়া কা ছাতহু।

৪) ইহা ইলাহী জব চলো তারিকে রাহে পুলসিরাত আবতাবে হাসেমী নুরুল হুদা কা ছাতহু।

৫) ইয়া ইলাহী জব ম্যায় গেরাছে খোয়াবে ছের উঠাউ দওলাতে দিদারে এশ্‌কে মোস্তফা কা ছাতহু।

৬) ইহা ইলাহী জব নামায়ে আ'মাল খুলনে লাগে আয়পুশে খাল্‌কে ছাত্তারে খাতাকা ছাতহু।

৭) ইহা ইলাহী জোঁ দোয়ায়ে নেক ম্যায় তুঝছে কারোঁ কুদসী উকে লব্‌জে আমীন রাব্বানাকা ছাতহু।

৮) ইয়া ইলাহী জবতক মেরী জান রাহে তুঝকে ছদকে তেরে মাহাবুব পর কোরবান রাহে।

৯) কোছরাহে ইয়া না রাহে ফের ইয়েকে দোয়া এহি নাজাকে ওয়াক্ত সালামত মেরা ঈমান রাহে।

১০) এহি ইলতেজা তুজছে খোদায়ে দো-জাহাঁ মেরী কেহু কুরবাঁ তেরে মাহাবুবকি কদমুঁ পে জাঁ মেরী।

ছালাতুল আওয়াবীন

বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের নামাজের পরে ছয় অথবা বার রাকাত নামাজ আদায় করলে আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে ১২ বৎসরের নফল এবাদতের ছওয়াব দান করবেন।

CamScanner

নামাজের নিয়মঃ ছালাতুল আওয়াবীনের নিয়তে দুই দুই রাকাত করে ৬ অথবা ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়বে। প্রতি রাকাতে 'সুরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সুরায়ে এখলাছ' ৩ বার করে পড়বে।

তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নিয়ম

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন- "ফরজ নামাজের পরে রাতের নামাজ সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

অর্থাৎ - তাহাজ্জুদ নামাজ।

রাত্রের তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামাজ দুই দুই রাকাত করে ৮ রাকাত হতে ১২ রাকাত আদায় করবে। প্রতি রাকাতে 'সূরায়ে আল্ ফাতেহার' পর 'সূরায়ে

এখলাছ' তিন বার অথবা অন্য কোন সূরা পাঠ করবে।

ইশ্‌রাকের নামাজ

এই নামাজ সূর্য্যোদয়ের বিশ মিনিট পরে পড়তে হয়। এই নামাজের সময় সূর্য্যোদয় হতে দুই ঘন্টা পর্যন্ত থাকে। ইহা দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তে হয়।

প্রথম রাকাতে 'সূরা ফাতেহা' -র পর 'আয়তুল কুরছি' তিন বার ও 'সূরা ইখলাছ' সাত বার পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা শামছ' একবার পড়বে। পরের দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে 'সূরা ত্বারিক' এক বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'আয়তুল কুরছি' এক বার ও 'সূরা ইখলাছ' তিন বার পড়বে।

ইশ্‌রাকের নামাজের ফজিলত: ইহাতে এক হ্‌জ্জ ও এক ওমরার সওয়াব পাবে এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা তাহা ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত যত আশা আছে, তাহা সবই পূর্ণ করে দিবেন এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে সত্তরটি বালাখান তৈয়ার করতে আদেশ দিবেন।

চাশতের নামাজ

এই নামাজ সূর্যোদয়ের আড়াই ঘন্টা পর হতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। ইহাকে ফারসী ভাষায় চাশ্‌তের নামাজ বলে। এই নামাজের প্রথম দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে 'সূরা শামছ' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা দোহা' এক বার পড়বে। পরের দুই রাকাতও এই নিয়মে পড়বে।

চাশত্‌ নামাজের ফযিলত: এই নামাজ পড়লে বেহেশ্‌তে তাহার জন্য সোনার মহল তৈয়ার হবে এবং দারিদ্রতা দূর হবে ও সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য গুনাহ মাফ হবে।

ছালাতুল হাজাত

কোন সংকটে পতিত হলে অথবা মনো বাঞ্চনা পূর্ণ হবার জন্য নিম্নোক্ত নিয়মে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলে যে কোন আশা আল্লাহ পাক পূর্ণ করেন।

নামাজ পড়ার নিয়ম: প্রথম রাকাতে 'সূরা ফাতেহা' পড়ার পর দশ বার 'সূরায়ে কাফেরুন' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সূরায়ে এখলাছ' ১১ বার পাঠ করবে। নামায শেষ করে সিজদায়

গিয়ে ১০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর ১০ বার এই দোয়া পড়বে-

" ছোবাহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতাইল্লাবিল্লাহির আলিয়্যিল আজিম।"

ইস্তেখারার নামাজ

কোন কাজ করার পূর্বে উহার ভাল-মন্দ জানার জন্য রাত্রে শয়ন করার পূর্বে যে বিশেষ নিয়মে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া, দুরূদ ইত্যাদি পাঠ করা হয় তাহাকে ইস্তেখারা বলা হয়।

ইস্তেখারা করার নিয়মঃ রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করেন যে, "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কাজ করিতে চাও তাহলে

ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে শয়ন করবে।"

দুই রাকাত নামাযের নিয়মঃ প্রথম রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সূরায়ে আশ্‌শামছ' ৭ বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সূরায়ে ওয়াল্লাইল' ৭ বার পাঠ করবে। নামায শেষ করে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করে অজুসহ পবিত্র অবস্থায় শয়ন করবে।

ইস্তোখারার দোয়াঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিই'লমিকা ওয়াস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়াস্‌য়ালুকা মিন্ ফাদ্বলিকাল্ আ'যীম। ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু

ওয়া আনতা আ'ল্লামুল্ গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা খাইরুল্লী ফী দ্বীনি ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'ক্বিবাতে আমরী; ফাক্বাদ্দিরহু লী ওয়া ইয়াচ্ছিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা শারুরুল্‌লী ফী দ্বীনি ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'ক্বিবাতে আম্‌রী; ফাস্‌রিফহু আ'ন্নী ওয়াস্‌রিফ্‌নী আন'হু; ওয়াক্বদির লিল্‌খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা রাদ্‌দ্বিন্‌নী বিহী।

ছালাতুত্ তাসবীহ্ নামায

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে ফরমাইয়াছে- হে চাচাজান! আমি কি আপনাকে এমন নামাযের কথা বলব না, যে নামায আদায করলে সমস্ত

গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

চাচাজান আপনি এই নামায এই নিয়মে চার রাকয়া'তে আদায় করবেন। উহার প্রথম রাকায়া'তে সানা 'সুবহানাকা' পাঠ করবার করার পরে নিম্নের দোয়াটি ১৫ বার পাঠ করবেন। অতঃপর রুকুর পূর্বে ১০ বার,রুকুর তাসবীহ্ পরে ১০ বার, রুকু হইতে দাঁড়িয়ে ১০ বার, প্রথম সিজদার তাসবীহ পরে ১০ বার, দুই সেজদার মাঝে বসা অবস্থায় ১০ বার, দ্বিতীয় সেজদার তাসবীহ্ শেষ করে ১০ বার এইভাবে এক রাকয়া'তে মোট ৭৫ বার হইল। এই রূপে চার রাকায়া'তে মোট ৭৫ বার হইল। এই রূপে চার রাকায়া'তে মোট ৭৫X ৪= ৩০০ বার তাসবীহ্ পাঠ করতে হবে। হে চাচাজান! সম্ভব হলে এই নামায প্রত্যহ

একবার আদায় করবেন, ইহা সম্ভব না হইলে সপ্তাহে শুক্রবার দিনে একবার, ইহা সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার, ইহা সম্ভব না হলে বৎসরে একবার, ইহাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার আদায় করবেন।
(বায়হাকী, ইবনে মাযাহ্ ও আবু দাউদ)

দোয়া

সুব্‌হানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

ছালাতুত্ তাসবীহ্ এর নিয়ত

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবাআ' রাকআ'তি ছালাতিত তাসবীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়তঃ আমি কিবলামুখী হইয়া আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে চার রাকআ'ত তাসবীহের সুন্নত নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

কাদেরিয়া তরীকার অজিফা

গাউছুল আয'ম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) প্রবর্তিত এবং কাদেরিয়া তরীকার বুযুর্গগণ কর্তৃক বর্ণিত আশ্‌গাল বা পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম শোগাল- কাদেরিয়া তরীকার বুযুর্গগণ ইহা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। উহা হল- চেঁচিয়ে নহে অথব উচ্চঃস্বরে 'আল্লাহু' শব্দের যিকির করা। হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ

করেছেন- তোমরা মধ্য পন্থ্যা অবলম্বন এবং কোমল শব্দ ব্যবহার কর। তিনি আরও এরশাদ করেন তোমরা 'সামী' এবং 'বাছীর' (সর্বশ্রোতা এবং সর্বদশী)-কে ডাকতেছ। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধে নিজেই এরশাদ করেছেন- "আমি তোমাদের ঘাড়ের রগ হইতেও নিকটে আছি।"

এই পদ্ধতিগুলো খুবই উপকারী। তাই প্রথমে গভীর মনোযোগের সহিত পড়ুন; আর তার প্রয়োগ বাস্তবে বাস্তবায়ন করুন।

যিকির ও মোরাকাবার ফযীলত

রাসূলে করীম ছাহেবে লাউলাক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন যে-

"লিকুল্লী শাইয়্যিন সাকালাতুন ওয়া সাকালাতুন কুলুবে জিকরুল্লাহ্।"

অর্থাৎ- প্রত্যেক বস্তু পরিস্কার করার যন্ত্র আছে, কিন্তু অন্তর পরিস্কার করার যন্ত্র হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের জিকির (স্মরণ)।

জিকির দুই প্রকার। যথা :

১) জিকিরে জলি বা প্রকাশ্য জিকির।

২) জিকিরে খফি বা গোপনীয় জিকির।

কিন্তু প্রকাশ্য জিকির হতে গোপনীয় জিকিরের মর্যাদা সত্তর গুণ বেশী। তাই জিকির-আজকার ও মোরাকাবা গোপনীয় ভাবে করা প্রয়োজন। হাদীস শরীফে ও ত্বরীকত পন্থী বুজুর্গানে দ্বীনের নিয়ম

CamScanner

অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিধান অনুসারে পালন করতে হবে, দেহের ভিতরের মৃত লতিফাগুলি জিন্দা (চালু) করার চেষ্টা করতে হবে।

কাদেরীয়া ত্বরীকার মোরাকাবার নিয়ম

নির্জনে বসে এক ধ্যানে এক মনে চোখ বন্ধ করে মনে মনে এ বলে নিয়্যত করে বলবেন যে, আমি মোতায়াজ্জা হলাম আমার লতিফায়ে ক্বাল্‌বের দিকে আমার লতিফায়ে ক্বাল্‌ব মোতায়াজ্জা হল জাতে বারী তায়ালার দিকে, জাতে বারী তায়ালার তরফ হতে আল্লাহ্‌র মোহাব্বাতের ফায়েজ আমার মুর্শিদ কিব্‌লার উছিলায় আমার লতিফয়ে ক্বাল্‌বে আসুক। অতঃপর

যতক্ষণ সম্ভব হয় লতিফা সমূহের জিকির ও মোরাকাবা করতে থাকবেন।

১) আল্লাহু হাজেরী,
আল্লাহু নাজেরী- ৯ বার।
২) ইয়া আল্লাহু- ১০০ বার।
৩) লা ইলাহা- ৮০ বার।
৪) ইল্লাল্লাহু- ৬০ বার।
৫) হু- ২০ বার।

এক যরবী যিকির

নামাযে বসার ন্যায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করবে। তারপর মৃদু শব্দে 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব উভয়ের সংযোগ স্থলে মোট দুইবার উচ্চারণ করে ক্বাল্‌বে আঘাত হানতে থাকবে। আল্লাহ্‌কে হাযির ও নাযির জেনে 'আল্লাহ্'

শব্দের দিকে খেয়াল করতে যিকির করতে থাকবে। স্বীয় খেয়াল ক্বালবের দিকে এবং ক্বালব আল্লাহর দিকে রুজু রাখবে। এই তরীকায় যিকির দিনে অন্তত এক ঘন্টাকাল করবে।

দুই যরবী যিকির

নামাযে বসার ন্যায় বসে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ এক যরবী যিকিরের মত প্রথমে 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয়ের সংযোগে উচ্চারণ করতঃ ডাইন জানুতে যরব দিবে। দ্বিতীয় বার 'আল্লাহ্' শব্দ মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয়ের সংযোগ উচ্চারণ করতঃ ক্বাল্‌বে যরব বা আঘাত করবে। এভাবে বারবার ক্ষিপ্রতার সাথে যরব দিতে থাকবে। দুই যরবী যিকিরের প্রত্যেক বার 'আল্লাহ্' শব্দ

মোট চারবার উচ্চারণ করবে। শেষ জিকিরে পূর্বের চেয়ে জোরে যরব দিতে হবে।

তিন যরবী যিকির

আসন গেড়ে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে বসবে। পূর্বের ন্যায় 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে ডাইন জানুতে দ্বিতীয়বার 'আল্লাহ্' একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে ডান জানুতে, তৃতীয়বার 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে উচ্চারণ করে ক্বাল্‌বে যরব দিবে। এভাবে মনের ইচ্ছামত যরব দিতে থাকবে। তিন যরবী যিকিরের প্রত্যেক বারে 'আল্লাহ্' শব্দ মোট ছয়বার উচ্চারণ হবে।। শেষবারের জিকিরে পূর্বাপেক্ষা জোরে যরব দিবে।

CamScanner

চর যরবী যিকির

চারি জানুর উপর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে বসবে। প্রথম 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে ডাইন জানুতে দ্বিতীয়বার 'আল্লাহ' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বল্‌ব সংযোগে বাম জানুতে তৃতীয়বার 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে ক্বাল্‌বে, চতুর্থবার 'আল্লাহ্' শব্দ মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে উচ্চারণ করতঃ সম্মুখে যরব দিবে। চার যরবী যিকিরে মোট আট বার 'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারিত হবে। শেষ বারের যিকিরে পূর্বাপেক্ষা বেশী জোরে যরব দিতে হবে।

নফী ইসবাতের যিকির

নামাযে বসার ন্যায় বসে কিব্‌লাহমুখী হয়ে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-র যিকির অল্প আওয়াজের সাথে ক্বালবের দিকে খেয়াল করে মুখে "লা-ইলাহা" এবং হলকুম হতে "ইল্লাল্লাহ্" শব্দ নিম্নমতে উচ্চারণ করবে।

প্রথম- 'লা' শব্দকে নাফ্‌সে লতীফা নাভী মূল হতে সজোরে টেনে রুহের উপর দিয়া ডান কাধ পর্যন্ত সরলভাবে নিয়ে যাবে। তারপর 'ইলাহা' শব্দ মাথার তালু হতে বের করে কপালের উপর দিয়া সের লতীফা বা বুকের কড়ার উপর পর্যন্ত পৌঁছাবে। সেখান হতে "ইল্লাল্লাহ্" শব্দ ক্বল্‌বের উপর সজোরে যরব দিবে। এই

ভাবে বারংবার করতে থাকবে এবং সালেক, মাহ্‌বুবিয়াত, মাক্‌সুদিয়াত, মাওজুদিয়াত আল্লাহ্ ব্যতীত কিছু ধ্যান করবে না।

অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণীর সকলে খেয়াল করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বন্ধু নেই। মধ্যম শ্রেণীর সালেক ধারণা করবে যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই যিকিরের সময় খেয়াল করবে যে- আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় কিছুই ধ্বংশ হয়ে গেছে। আল্লাহ ব্যতীত স্বীয় দেহও যেন ফানা হয়ে গেছে।

ফজর ও আসরের পর হাল্‌কা যিকির করা তরীকত পন্থীদের কর্তব্য। একাএকা বসা এবং দলবদ্ধ ভাবে বসার মধ্যে অনেক পার্থক্য। জামাআত বা দলবদ্ধ ভাবে বসার মধ্যে বেশ উপকার নিহিত রয়েছে।

সালেকের উপর যখন যিকিরে জলীর চিহ্ন দেখা যাবে এবং তার মধ্যে যিকিরে জলীর নূর সমূহ প্রকাশিত হবে তখন তাকে যিকিরে খফীর আদেশ দিবে।
যিকিরে জলীর প্রতিক্রিয়ার অর্থ সালেকের উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহ্ পাকের নাম দ্বারা অন্তরে শান্তি আনা, নফসের ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করা এবং অন্যান্য সব কিছু হতে খোদা প্রেমকে অগ্রাধিকার দেয়া।

পূর্বোক্ত শর্তাবলী পূর্ণ করে যে ব্যক্তি প্রতিদিন চার হাজার বার 'আল্লাহ্' শব্দকে দুইমাস যিকির করতে থাকবে সেই সালেক মেধাবী হউক বা ভোতা হউক ইহার ফলাফল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে সক্ষম হবে।

CamScanner

পাস্ আনফাস্ যিকির

কাদেরিয়া তরীকার সালেকগণ প্রথমতঃ ফজর ও এশার নামাযের পর তরীকার দুরূদ শরীফ আমল করার সাথে সাথে পাস্ আনফাস্ যিকির আরম্ভ করবেন। শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে পাস্ আনফাস্ যিকির করতে হয়। শ্বাস ছাড়বার সময় "লা-ইলাহা" এবং নেবার সময় "ইল্লাল্লাহ্" ধ্যান করবেন। এই যিকির করবার সময় জোর যবরদস্তী করবেন না। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-বসন- এক কথায় সব সময় উহার প্রতি খেয়াল করবেন। একটি মহুর্তও যেন আল্লাহ্‌র জিকির ছাড়া না কাটে। জাগ্রতাবস্থায় এই অভ্যাস হয়ে গেলে নিদ্রিতাবস্থায়ও ইন্‌শাআল্লাহ্ এই যিকির

হতে থাকবে। ফলে সালেকের অন্তর হতে পার্থিব প্রেম বিলীন হয়ে ধীরে ধীরে আল্লাহ্‌র প্রেম বাসা বাঁধবে।

যিকিরের পূর্বে সাওয়াব রেসানী করে নিবে। এই তরীকত পন্থী বুযুর্গগণ বলেন- পাস্ আনফাস্ যিকির তোমাকে আল্লাহ্‌র দরাবারে পৌঁছিয়ে দিবে।

যিকিরে খফীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলে এবং তাতে নূর প্রকাশিত হলে মুরীদকে মোরাকাবার আদেশ করতে হবে। যিকিরে খফীর প্রতিক্রিয়ার অর্থ- হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মুহাব্বাত ও আগ্রহ প্রবল হওয়া, দৃঢ় সংকল্প, একাগ্রতা ও চিন্তা ধারা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ করা। ইহা ব্যতীত পার্থিব কাজকর্মের প্রতি মনে

ঘৃণার সৃষ্টি করা। চুপচাপ থাকার স্বাদ গ্রহণ করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

কাদেরিয়া তরীকার যিকিরে খফী

সালেক চক্ষু ও ঠোঁটদ্বয় বন্ধ করে মনে মনে খেয়াল করবেন 'আল্লাহু সামীউন' 'আল্লাহু বাসীরুন', আল্লাহু আলীমুন'। তিনি মনে করবেন- এই পবিত্র নাম সমূহ তাহার নাভী হতে বের হয়ে বুক পর্যন্ত এবং সেখানে হতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এবং সেখানে হতে উপরের দিকে আরশ পর্যন্ত ধাবিত হচ্ছে।

তারপর সে মনে মনে ধারণা করবে উপরোক্ত নাম সমূহ আরশ হতে ক্রমশ

নাভী পর্যন্ত নেমে আসছে। এই পর্যন্ত এক স্তর বা দাওরা হবে। অতঃপর বারংবার এরূপ করতে থাকবে। আবার কেহ কেহ উপরোক্ত নাম সমূহের সাথে 'আল্লাহু কাদিরুন' এ নামও সংযোগ করে থাকেন। সালেক যিকির করার সময় উপরোক্ত নাম সমূহের অর্থের প্রতিও খেয়াল করবেন।

মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীব দেহলভী (রঃ) বলেন- 'আল্লাহু সামীউন' (আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন) মনে মনে ধ্যান করতে করতে সিনা পর্যন্ত উঠবে। অতঃপর 'আল্লাহু বাসীরুন' (আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন) সিনা হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এবং অতঃপর সেখান হতে 'আল্লাহু আলীমুন'

(আল্লাহ্ আমার সব কিছু জানেন) আরশ পর্যন্ত উঠে সেখান হতে আবার নীচের দিকে নামবে। অর্থাৎ 'আল্লাহু আলীমুন' দ্বারা আরম্ভ করে আরশ হতে অবতরণ আরম্ভ করবে। এভাবে পূণঃপূণঃ করতে থাকবে। আর যাহারা 'আল্লাহু কাদীরুন' (আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান) যোগ করবেন তাহারা তৃতীয়বারের পর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া চতুর্থবার আরশ পর্যন্ত পৌঁছবেন।

মোরাকাবা

কাদেরিয়া তরীকায় সালেকদের মতে মোরাকাবা বহু প্রকার। কিন্তু সকলের সারবস্তু এক। উহা হল কুরআনের কোন একটি আয়াত মুখে উচ্চারণ করা অথবা উহার গবেষণা করা। অর্থটি ভালরূপে হৃদয়াঙ্গম করে উহার গবেষণা এবং তৎ সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, ইহা কিরূপ হল এবং উহার অনুসন্ধান এবং প্রমাণ সংগ্রহ করবে। অতঃপর উহার প্রতি এই ভাবে মনোনিবেশ করবে যেন উহা ব্যতীত অন্য কিছু আর অন্তরে স্থান না পায়। এমন কি অন্য কিছু অন্তর হতে দূর করে দিবে।

মোটকথা শব্দের অর্থের প্রতি এমন ভাবে

CamScanner

একাগ্র হবে যেন অন্তরে কোন কিছুর খেয়াল না থাকে। মোরাকাবা সম্বন্ধে হুযুর পাক (দঃ) এরশাদ করেছেন- এহসান অর্থ এই যে, তুমি এমন ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থাক যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতেছ। আর যদিই বা তুমি তাঁকে না দেখ তবে অবশ্য এই ধারণা করবে যে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখতেছেন।

আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মোরাকাবা

তরীকত পন্থী মুখে বলবেন আল্লাহু হাযেরী (আল্লাহ্‌ আমার নিকট উপস্থিত আছেন), আল্লাহু নাযেরী (আল্লাহ্‌ আমাকে দেখছেন), আল্লাহু মায়ায়ী (আল্লাহ্‌ আমার সাথে আছেন) অথবা, বর্ণিত নাম সমূহ

মনে মনে খেয়াল করবেন। অতঃপর যদিও আল্লাহ্‌ দিক-স্থান হইতে পবিত্র তথাপি মনে মনে আল্লাহ্‌র দর্শন, উপস্থিতি এবং সঙ্গে থাকাকে খুব একাগ্রতার সাথে মনে করতে থাকবেন।

অথবা-

"ওয়াহুয়া মায়াকুম আইনামা কুন্তুম"

-"যেখানে যে অবস্থায় তোমরা থাক না কেন আল্লাহ্‌ সর্বক্ষণ তোমাদের সাথে আছেন" এই আয়াতের ধ্যান করবেন। চলা-ফেরা, উঠা-বসা, নির্জন বা লোক সমাজে- মোট কথা যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন মনে করবেন আল্লাহ্‌ সাথে আছেন।

কুরআনী মোরাকাবা

নিম্নলিখিত আয়াত সমূহের মোরাকাবা এবং মধ্যে মধ্যে পাঠ করবেন;

* *"আইনামা তুয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্"*
  -তোমরা যেদিকেই মুখ করনা কেন সেদিকেই আল্লাহর মহিমা ও প্রতাপ বিদ্যমান।
* " আলাম ইয়া'লাম বিআল্লাল্লাহা ইয়ারা"
  -মানুষ কি অবগত নহে যে আল্লাহ তাহাকে দেখছেন?
* "নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ"

- আমি মানুষের গর্দানের শিরা অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী?

* *"ওয়াল্লাহু বি কুল্লী শাইয়্যিম মুহিত*
  -আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু পরিবেষ্টন করে আছেন।
* *"ইন্না মায়িয়া রাব্বি সাইয়াহ্দিন"*
  -নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সাথে আছেন এবং শীঘ্রই আমাকে সুপথ দেখাবেন।
* "হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখেরু ওয়ায্ যাহেরু ওয়াল বাতেনু"
  -তিনি প্রথম তিনিই শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গুপ্ত।

এই সমস্ত আয়াতের মোরাকাবার ফলে সহজেই আল্লাহ্র সাথে নিজের সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবে।

CamScanner

ফানা ফিল্লাহ্‌র মোরাকাবা

এই মোরাকাবা পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র প্রেমে ধ্বংশ হওয়ার জন্য উপযোগী। নিম্নোক্ত আয়াত ফানা ফিল্লাহ্‌ মোরাকাবার আয়াত:

" কুল্লু মান আ'লাইহা ফান; ওয়া ইয়াবক্বা ওয়াজহু রাব্বিকা জুল জালালি ওয়াল ইকরাম"

- বিশ্বের সব কিছুই ধ্বংশশীল। শুধুমাত্র তোমার মহান প্রতিপালকই অবশিষ্ট থাকবেন।

মোরাকাবার নিয়মঃ সালেক মনে মনে ধারণা করবেন আমি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছি, সে ভস্ম বাতাসে উড়ছি, আকাশ খন্ড বিখন্ড

হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি বস্তু চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেছে। একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকের অস্তিত্বই বিদ্যমান। বহুক্ষণ পর্যন্ত সালেক এই ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। স্বীয় সত্তা বিলীন হওয়ার জন্য এ মোরাকাবা খুবই উপকারী। এই মোরাকাবার সনদ ছহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রমানিত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন- হুযুর পাক (দঃ) আমাকে এরশাদ করেছেন, হে আলী বল।

"আল্লাহুম্মা ইহ্‌দিনি ওয়াসাদ্‌দীদ্‌নী ওয়াজকুর বিলহুদা হিদায়াতা-কাত্বরীকা বিস্‌সিদাদে সাদাদাস্‌ সাহাম"

- হে আল্লাহ্‌ আমাকে হেদায়াত কর এবং সরল পথ প্রদর্শন কর।

এই দোয়া করবার সময় তাসদিদ শব্দ দ্বারা

তোমার হেদায়েতের পথ এবং হেদায়াত শব্দ দ্বারা তীরের সরালতাকে ধ্যান ও স্মরণ করতে থাকবে।

মানুষ যাতে উহার সাহায্যে ধীরে ধীরে মন্‌স্কাম সিদ্ধির পথে পৌঁছাতে পারে তজ্জন্য হুযুর পাক (দঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে উহা শিক্ষা দিয়েছেন।

বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক নিম্ন আয়াতদ্বয়ও মোরাকাবায়ে ফানার জন্য বিশেষ উপকারী:

১) ইন্নাল মাউতাল্লাযী তফির্‌রুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকিকুম

২) আইনামা তাকুনু ইয়ুদরিক্‌কুমুল মাউতু ওয়া লাও কুন্তুম ফি বরুজিম মুশাইয়্যাদাহ্‌।

অর্থাৎ-

১) তোমরা মৃত্যু হতে পলায়ন করছ অথচ একদিন অবশ্য মৃত্যু তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

২) তোমরা দৃঢ় ও মযবুত চূড়া সমূহের মধ্যে থাকলেও মৃত্যু তোমাদের সন্ধান পাইবে।

অতঃপর যখন সালেকের মধ্যে মোরাকাবার আলামত প্রকাশ পাবে এবং উহার নূর দেখা যাবে তখন তাহাকে তাওহীদে আফআলীর জন্য আদেশ দেওয়া যাবে। (জগতের সব কিছু আল্লাহ্‌ পাক রাব্বুল আলামিনের পক্ষ হতে হচ্ছে এই বিশ্বাসকে তাওহীদে আফআলী বলে) স্মরণ রাখবে হুযুর পাক (দঃ) দুইটি বিষয়ে খুব উৎসাহ দিয়েছেন (১) যবানী যিকির (২) মোরাকাবা।

পীর ও মুর্শিদের আদব

পীর দুই প্রকার- নাকেস ও কামেল। হযরত মোজাদ্দিদে আল্ ফেসানী (রাঃ) লিখেছেন, নাকেস পীর ধরা নিষিদ্ধ। এতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ। যারা বায়া'তে রাসূল (দঃ) সূত্রে খলীফাতুর রাসূল (দঃ) হিসেবে পীর বলে মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ ও সহচর্য এক অমূল্য সম্পদ। তাই মাওলানা রুমী বলেছেন-

"এক জামানা ছোহ্‌বাতে বা আউলিয়া+
বেহ্‌তেরাস্ত ছাদ সালে তায়াতে বেরিয়ে।"
-"আওলিয়া-ই-কেরামের কিছু কালের সঙ্গ একশত বৎসর খাঁটি ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম।"

হযরত মুজাদ্দিদে আল্-ফেসানী (রাঃ) মঙ্গলকোট নিবাসী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ (রাঃ)-এর নিকট পীরের দরবারের আদব সমন্ধে যে মাকতুব (চিঠি) লিখেছেন তার সারমর্ম এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। পীরের দরবারে যাবতীয় আদব বজায় রাখা মুরীদানের উপর ওয়াজিব, অন্যথায় উরুজে রূহানী (রূহানী উন্নতি) সম্ভব নয়।

তিনি লিখিছেন- কামেল পীর পরশমণি তূল্য। মুরীদকে মনে করতে হবে যে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ঠ এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করতে হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পীরের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে মুরীদের মঙ্গল ও অমঙ্গল। পীর যেমন আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত তেমনি মুরীদকেও সে বিশ্বাস রাখতে হবে

যে, নিজেকে আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)- এর পথে চালিত করতে হলে পীরের অনুসরণ করতে হবে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী জীবনকে চালিত করাই ইল্‌মে মারেফাতের লক্ষ। প্রথম হতে যদি এ নীতি অনুসরণ করা হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর ইচ্ছা মোতাবেক জীবন গঠন ও পরিচালনা করতে কোন প্রকার বেগ পেতে হবে না। জীবনকে আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর রঙ্গে রঞ্জিত করতে হলে এটাই একমাত্র পথ, অন্যথায় কোন ফল লাভ হবে না।

নিম্নে কয়েকটি আদবের কথা উল্লেখ করা হল:

১) স্বীয় পীর ব্যতীত অন্য কারো প্রতি লক্ষ্য করবে না।

২) পীর উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁর অনুমতি ব্যতীত নফল ইবাদত ও জিকির আজকারে লিপ্ত হবে না।

৩) পীরের সম্মুখে অন্য কারো প্রতি মনোযোগী হবে না, পূর্ণরূপে পীরের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, এমনকি জিরিও করবে; কিন্তু তিনি আদেশ দিলে তৎক্ষণাৎ সেদিকে মনোযোগী হবে।

৪) কখনো এরূপস্থানে দাঁড়ানো উচিত নয় যাতে পীরের ছায়া মুরীদের উপর বা মুরীদের ছায়া পীরের উপর পতিত হয়।

৫) পীরের জায়নামাযের উপর কখনো পা রাখবে না; এমনকি ঐ স্থানে কখনো দাঁড়াবে না।

CamScanner

৬) পীরের বিশিষ্ট কোন ভান্ড বা পাত্র ব্যবহার করবে না।

৭) পীরের সামনে তাঁর বিনা অনুমতিতে পানাহার করবে না।

৮) পীরের সামনে অন্য কারো সাথে কথাবার্তা বলবে না; এমনকি কারো প্রতি লক্ষ্য পর্যন্ত করবে না।

৯) পীরের অনুপস্থিতিতে তিনি যে দিকে আছেন সেদিকে পা প্রসারিত করবে না এবং সেদিকে কফ, থুতু ইত্যাদি নিক্ষেপ করবে না।

১০) পীর যে কাজ করবেন তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভুল বলে মনে হলেও তাঁর কার্যকে ঠিক বলে মানতে হবে। কারণ তিনি তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করে থাকেন, তাতে কারো কিছুই বলার নেই।

১১) ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় বিষয়ে পীরের আদর্শের অনুকরণ করবে।

১২) তিনি যেভাবে নামাজ পড়েন এবং যেভাবে পড়তে বলেন ঠিক সে ভাবেই নামজ পড়া উচিৎ।

১৩) তাঁর কার্যকলাপ দেখে মাসয়ালা মাসায়েল শিখতে হবে।

১৪) তাঁর কার্যকলাপ দেখে মাসয়ালা মাসায়েল শিখতে হবে।

১৪) তাঁর কার্যকলাপ বা গতিবিধির প্রতি কোনরূপ সন্দেহ বা সমালোচনা করবে না; যদিও তা অতিসামান্য বিষয়ে হয়।

১৫) কখনো পীরের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবে না, যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে

CamScanner

সর্বাপেক্ষা বদ্‌বখত্ সে ব্যক্তি যে ওলী আল্লাহ্‌র ত্রুটি অন্বেষণ করে।

১৬) নিজের কারামাত বা অলৌকিক ক্ষমতা থাকলেও স্বীয় পীরের সম্মুখে কখনো তা প্রদর্শন করবে না।

১৭) নিজের পীরের নিকট কখনো কোন কারামাত দেখতে চাবে না; যেহেতু কোন মুমিনা কখনো কোন পীরের নিকট কারামত দেখতে চায় নি।

১৮) পীরের প্রতি যদি কখনো কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে অবিলম্বে তা তাঁর নিকট খুলে বলবে, তাহলে তিনি তার সমাধান করে মনের সন্দেহ দূর করবেন।

১৯) নিজের কাশফ মুকাশাফার উপর

কখনো নির্ভর করবে না; অন্যথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

২০) পীরের আদেশ ব্যতীত তাঁর নিকট হতে অন্যত্র যাবে না।

২১) বিনা প্রয়োজনে পীরের নিকট হ'তে বিদায় চেয়ে নেবে না।

২২) পীরের কণ্ঠস্বরের উপর কখনো নিজের কণ্ঠস্বর উচ্চতর করা উচিত নয়।

২৩) পীরের সাথে উচ্চঃস্বরে কথা বলা উচিৎ নয়; এটা নিতান্তই বেআদবী।

পীরের নসিহতগুলো প্রত্যেক বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণকারীর আমল করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় রূহানী ফয়েজ পাবে না।

CamScanner

মুর্শিদ কিব্‌লার বংশ পরিচয়

১) হযরত নূরে মোজাচ্ছাম, রহমতে আলম, রাসূলে খোদা আহ্‌মদ মোজতবা মোহাম্মাদ মোস্তফা সালাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

২) হযরত খাতুনে জান্নাত, ফাতেমাতুজ্জোহরা (রাঃ)

৩) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ইবনে হযরত আলী (রাঃ)

৪) হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিন্‌তে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)

৫) হযরত ফাতেমা (রাঃ) জাওজাহে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)

৬) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) ইবনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)।

৭) হযরত সৈয়দ শাইখ নাছের (রাঃ) ইবনে হযরত আবদুল্লাহ।

৮) হযরত সৈয়দ শাইখ ইব্রাহিম (রাঃ) ইবনে হযরত নাছের (রাঃ)

৯) হযরত সৈয়দ শাইখ ইছহাক (রাঃ) ইবনে হযরত ইব্রাহিম (রাঃ)

৯) হযরত সৈয়দ শাইখ আবুল ফাতাহ্‌ (রাঃ) ইবনে হযরত ইছহাক (রাঃ)

১১) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) (ওয়ায়েজ-ই-আকবর) ইবনে হযরত আবুল ফাতাহ্‌ (রাঃ)

১২) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ)

CamScanner

(ওয়ায়েজ-ই-আজগর) ইবনে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ)

১৩) হযরত সৈয়দ শাইখ সৈয়দ মাসউদ (রাঃ) ইবনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)

১৪) হযরত সৈয়দ শাইখ সালমান (রাঃ) ইবনে হযরত মাসউদ (রাঃ)

১৫) হযরত সৈয়দ শাইখ মাহমুদ (রাঃ) ইবনে হযরত সালমান (রাঃ)

১৬) হযরত সৈয়দ শাইখ নাসিরুদ্দিন (রাঃ) ইবনে হযরত মাহ্মুদ (রাঃ)

১৭) হযরত সৈয়দ শাইখ শেহাবুদ্দীন রাঃ) ইবনে হযরত নাসির উদ্দিন (রাঃ)

১৮) হযরত সৈয়দ শাইখ ইউসুফ (রাঃ) ইবনে হযরত শেহাবুদ্দীন (রাঃ)

১৯) হযরত সৈয়দ শাইখ আহ্মদ (রাঃ) ইবনে হযরত ইউসুফ (রাঃ)

২০) হযরত সৈয়দ শাইখ শোয়াইব (রাঃ) ইবনে হযরত আহ্মদ (রাঃ)

২১) হযরত সৈয়দ শাইখ ইসহাক (রাঃ) ইবনে হযরত শোয়াইব (রাঃ)

২২) হযরত সৈয়দ শাইখ ইসহাক (রাঃ) ইবনে হযরত আবদুল্লা (রাঃ)

২৩) হযরত সৈয়দ শাইখ ইউসুফ (রাঃ) ইবনে হযরত ইসহাক (রাঃ)

২৪) হযরত সৈয়দ শাইখ সোলেমান (রাঃ) ইবনে হযরত ইউসুফ (রাঃ)

২৫) হযরত সৈয়দ শাইখ নাসির উদ্দিন (রাঃ) ইবনে হযরত সোলেমান (রাঃ)

CamScanner

২৬) হযরত সৈয়দ শাইখ রফীউদ্দীন (রাঃ) ইবনে হযরত নাসির উদ্দীন (রাঃ)

২৭) হযরত সৈয়দ শাইখ হাবীবুল্লাহ্ রাঃ) ইবনে হযরত রফিউদ্দীন (রাঃ)

২৮) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল হাই (রাঃ) ইবনে হযরত হাবীবুল্লাহ্ (রাঃ)

২৯) হযরত সৈয়দ শাইখ জয়নুল আবেদীন (রাঃ) ইবনে হযরত আব্দুল হাই (রাঃ)

৩০) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল আহাদ (রাঃ) ইবনে হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ)

৩১) হযরত সৈয়দ শাইখ আহ্মদ মোজাদ্দিদে আলফেসানি (রাঃ) ইবনে হযরত আব্দুল আহাদ (রাঃ)

৩২) হযরত সৈয়দ শাইখ আবু সাঈদ আহমদ (রাঃ) ইবনে হযরত মোজাদ্দিদে আল্‌ফেসানী (রাঃ)

৩৩) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল আহাদ (রাঃ) ইবনে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)

৩৪) হযরত সৈয়দ শাইখ যাওয়াদ শাহ্ (রাঃ) ইবনে হযরত আব্দুল আহাদ (রাঃ)

৩৫) হযরত সৈয়দ শাইখ আনোয়ার উল্লাহ শাহ্ (রাঃ) ইবনে হযরত জাওয়াদ (রাঃ)

৩৬) হযরত সৈয়দ শাইখ (রাঃ) নূরুল আবছার শাহ্ (রাঃ) ইবনে হযরত আনোয়ার উল্লাহ্ শাহ্ (রাঃ)

৩৭) হযরত সৈয়দ শাইখ মাহবুব শাহ্ (রাঃ) ইবনে হযরত নূরুল আবছার শাহ্ (রাঃ)

৩৮) হযরত সৈয়দ শাইখ মোহাম্মদ শাহ্

CamScanner

(রাঃ) ইবনে হযরত মাহ্‌বুব শাহ্ (রাঃ)

৩৯) হযরত সৈয়দ শাইখ মোহাম্মদ শাহ (রাঃ) ইবনে হযরত মাহ্‌মুদ শাহ্ (রাঃ)

৪০) হযরত সৈয়দ শাইখ আবু নছর মোঃ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী (রাঃ) ইবনে হযরত মুহাম্মদ শাহ্ (রাঃ)

৪১) হযরত সৈয়দ শাইখ মোঃ বাহাদুর শাহ্ ইবনে হযরত আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্-মাদানী (রাঃ)।

উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশ তাঁহার মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হ'তে চলছে। আমার মুর্শিদ কিব্‌লার বংশ মায়ের দিক দিয়ে ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশ এবং বাপের দিক দিয়ে কোরেশ বংশ অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) এর বংশধর।

পরিচিতি

* সাজ্জাদানসীন পীর সাহেব-
  ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ
* চেয়ারম্যান
  ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ
* প্রেসিডেন্ট-
  বাংলাদেশ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত
* সভাপতি - বাংলাদেশ হিজবুর রাসূল (দঃ)
* চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী (রাঃ) ফাউন্ডেশন
* খতিব বায়তুল ইজ্জাত জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ
* বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলাম ধর্ম ও ত্বরীকত প্রচারক।

যোগাযোগ:

* **আবেদীয়া বাহাদুর শাহীয়া মোজাদ্দেদীয়া খানকা শরীফ**
  ৯ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল- ০১৭১৩০১১০৯৬
* **ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ**
  মোজাদ্দিদ নগর, ডাকঘর- বলাখাল, উপজেলা- হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

CamScanner